www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৪

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

এ সপ্তাহের মুখ

গাইঘাটা থানার কর্মতৎপর ওসি

পাঁচের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৮ পৌষ – ২৪ পৌষ, ১৪২১ ঃ ৩ জানুয়ারি – ৯ জানুয়ারি, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.11, 3 January - 9 January, 2015 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

ধৃত লিঙ্কম্যানের কাছে বৃহত্তর বাংলা গঠনের নথিপত্র

কুনাল মালিক

উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে ডিসেম্বরের গোড়ায় ধৃত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের লিঙ্কম্যান বরকতুল্লাহকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল জেলা পুলিশ। এব্যাপারে জেলা পুলিশকে সিআইডি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী সাহায্য করছে। বরকতুল্লাহর কাছে যে ল্যাপটপ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে পুলিশ বহু ভারত বিরোধী অবৈধ জঙ্গি কার্যকলাপের

পেট্রাপোল সীমান্ত

তথ্য পেয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ওই ল্যাপটপ পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভারতের কোথায় কোথায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ঘাঁটি আছে, তার তথ্য মিলেছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্থানের ম্যাপ আছে। সেই সঙ্গে আসাম, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশের ম্যাপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওই ম্যাপ দিল্লিতে এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। বরকতুল্লাহকে জেরার সূত্রে পুলিশ উভয় প্রদেশ থেকে আজিজ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। আজিজ বেশ কিছুদিন আগে বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকে। তারা ভারতে জঙ্গি সংগঠন দেখভালের কাজ করত। ধৃত বরকতুল্লাহর ল্যাপটপের আরো তথ্য জানার জন্য হায়দ্রাবাদের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে হাসনাবাদ থেকে ধৃত আমীর আলিকে জেরা করেও পুলিশ নানা তথ্য পেয়েছে। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে তামিলনাড়ু থেকে কোটি কোটি টাকা আসত। গোয়েন্দারা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে ওই টাকা জঙ্গি সংগঠনের কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেত। আমীর আলিকে জেরার সূত্রে তামিলনাড়ু থেকে ধৃত তিন বাংলাদেশীকে এনে বারাসতে পুলিশ দফায় দফায় জেরা করে নানা তথ্য পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ, বসিরহাট, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি সীমান্তবর্তী এলাকায় আরও জোরদার নজরদারির সুপারিশ করা হয়েছে। জঙ্গিরা এই সব এলাকাতে তাদের ট্রানজিট রুট করতে চাইছে।

চোদ্দ পারল না, পনেরো কি পারবে?

ওঁকার মিত্র

সারদা–সারদা–সারদা। গত এক বছরে বাংলার পথ–ঘাট, আকাশ–বাতাস, সংবাদমাধ্যমের বেশির ভাগটা জুড়ে ছিল সারদা কেলেঙ্কারির রসালো গল্প যাতে মনোরঞ্জনের সব মশলা মজুত করেছিলেন এ রাজ্যের রাজনীতিকরা। আচ্ছা জঙ্গলমহলে কতটা উন্নয়ন হল? দার্জিলিং–এর গোর্খারা যে উন্নয়ন চাইছে তার অগ্রগতি আদৌ হল কি? আমলাশোলে এখনও কি কেউ অভুক্ত থাকছে? গ্রামবাসীদের বহুদিনের চাহিদা বিদ্যুত কি তারা পেল? কুটির ও হস্তশিল্প ও শিল্পীদের দুর্দিন কি আরও এগিয়ে এল? গ্রামে গ্রামে রাস্তা ঘাটের হাল কি ফিরল? এসব জ্বলন্ত প্রশ্ন হারিয়ে গেল সুদীপ্ত সেনের ছায়ায়। তার বদলে তিল তিল করে গড়ে তোলা বাংলার ঐতিহ্যের ইমারতে বয়ে গেল আর্থিক কেলেঙ্কারি, ধর্ষণ, খুন, দলতন্ত্রের ঠাণ্ডা স্রোত।

বাংলার এখন দ্বৈত রাজনীতিরবাতাবরণ।প্রথমটি হল অমানুষের রাজনীতি যা বাংলার রাজনীতিকদের ভীষণ পছন্দ কারণ এতে চটক আছে, মানুষকে আকর্ষণ করা সহজ। দ্বিতীয়টি হল মানুষের রাজনীতি যেখানে পরতে পরতে উন্নয়নের কৈফিয়ত। রাজ্যের পোড়খাওয়া রাজনীতিকরা একে সযত্নে এড়িয়ে চলেন। কংগ্রেস নেতারা এ প্রশ্ন তোলে না কারণ রাজ্যের ক্ষমতা থেকে তারা ৩৮ বছর দূরে, প্রদেশটাই এখন বরং অক্ষমতার নামান্তর। মানুষের রাজনীতি যাদের সবচেয়ে না পসন্দ তারা হল বামপন্থীরা। দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে বাংলার যত গভীর ক্ষত তারা সৃষ্টি করেছে ৫০ বছরেও কোন শাসকের দ্বারা তা সারানো সম্ভব কিনা সন্দেহ। তাই মানুষের উন্নয়নের প্রশ্ন ছেড়ে এখন অমানুষের চর্চা যেমন কেলেঙ্কারি, খুন, ধর্ষণকে হাতিয়ার করেছে বামেরা। এসব আলোচনায় অতীত প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তি নেই।

বামেদের দীর্ঘ অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে আশা জাগিয়ে যারা এল তারা তো এক সুদীপ্ত ধাক্কাতেই কুপোকাৎ। অবস্থা এমন যে গত তিন বছর ধরে যতটুকু উন্নয়ন তারা করেছে তাও মুখ ফুটে বলতে ফুরসত পাচ্ছে না। উন্নয়নের কণ্ঠকে দাবিয়ে দিচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা–মন্ত্রীদের কার্যকলাপ। এই হল তৃণমূলের অবস্থা। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে করণীয় কি তা সম্ভবত জানা নেই দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই ক্রমশ আত্মরক্ষা করতে করতে ক্রমশ যেন শেষ বাঁধটাও ভেঙে যাচ্ছে। গোল খাওয়া অবশ্যম্ভাবি। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গত দিন বছরে যতটুকু উন্নয়ন করেছে তা বজায় থাকলে বাংলা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠত। কিন্তু তা হল না মমতার কিছু ভুল সিদ্ধান্তে।

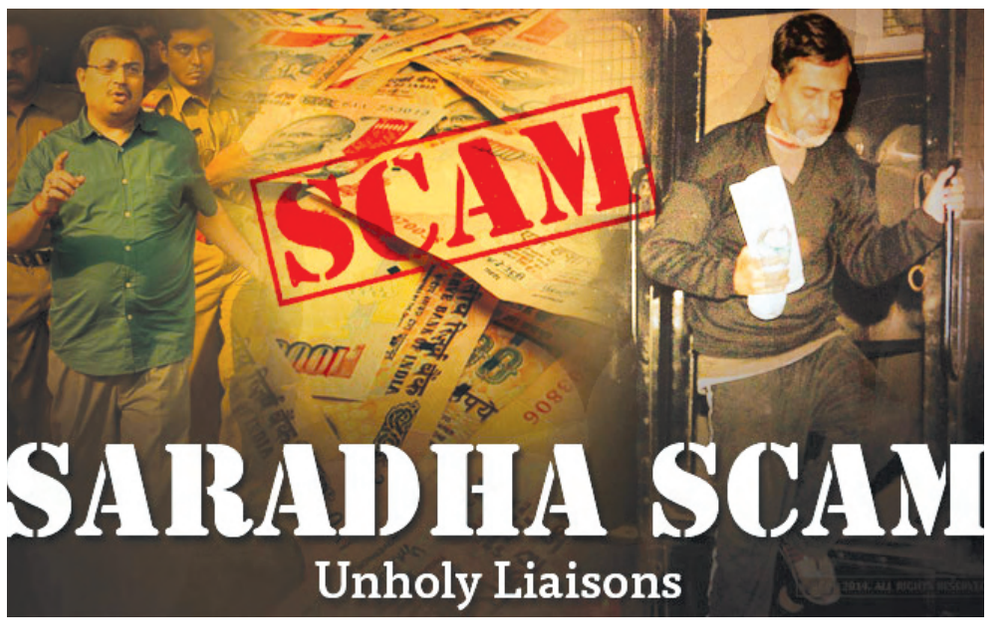

এরই সুযোগে কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় আসীন বিজেপি নেমে পড়েছে জোর কদমে। বড় বড় নেতারাও এখন পাখির চোখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গকে। কারণ বাংলাকে পেলে সর্বভারতের রাজনীতি তাদের কাছে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। কারণ এরাজ্য একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাতিয়ার তেমনি আন্তর্জাতিক সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতের কুটনীতির বৃত্ত বাংলাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। ভারতের যে কোন শাসকের কাছে তাই বাংলার মাটি লোভনীয়।

কিন্তু এ রাজ্যের রাজনীতিকরা এ সুযোগ গ্রহণে ব্যস্ত। রাজনীতিকে পাশে রেখে উন্নয়নের জন্য সব রাজনৈতিক দল একপেশে কাজ করলে আমরা আজ অন্য বাঙলা পেতাম। পেলাম না, ভবিষ্যতে পাওয়ার আশাও কম। ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ছেড়ে গত এক বছরেও রাজ্যের উন্নয়নে এক হতে পারল না বাংলার মমতা–সূর্য–অধীর–রাহুলরা। ২০১৪ তাই বাংলার রাজনীতিতে ব্যর্থতাই উপহার দিয়ে গেল। বাংলাকে আরও উলঙ্গ করে দিল। তাই প্রশ্নটা রয়েই গেল– ২০১৫ কি পারবে সেই লজ্জা ঢাকতে? পারবে কি রাজনীতিকদের এক বারে উন্নয়নের দিশা দেখাতে? অধিকাংশ মানুষই কিন্তু এ ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন । ঠাকুর কল্পতরু হয়ে কামনা করেছিলেন সকলের চৈতন্য হোক। ফের আগামী ডিসেম্বরে বসে খুঁজতে হবে চৈতন্যের উত্তর।

ফের শ্রীঘরে মদন

সারদা চিটফাণ্ড মামলায় আরও একবার জেলহাজত হল রাজ্যের পরিবহন তথা ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্রের। শুক্রবার আলিপুর আদালতে মদনবাবুকে নিয়ে আসা হলে এই মর্মে রায়দান করা হয়। আদালতের নির্দেশে আপাতত আরও ১৪ দিন আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ঠিকানা হবে মন্ত্রীর। উল্লেখ্য, মন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাঁর আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলেও সাক্ষীদের প্রভাবিত করা হতে পারে এই আশঙ্কায় সিবিআইয়ের আইনজীবী জেলহাজতের আবেদন জানান।

মুড়িগঙ্গায় বাঁধের কাজ শুরু হল

অশোক কুমার মন্ডল

মঙ্গলবার সাগর ব্লকের মৃত্যুঞ্জয় নগরে মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত আয়লা বাঁধের নির্মানের কাজের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়্যারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সুশান্ত কুমার মণ্ডল, ধসপাড়া সুমতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিপিন পড়ুয়া, সাগর ব্লক সেচ দফতরের আধিকারিক অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুহাজার স্থানীয় গ্রামবাসী।

সাগরদ্বীপের ৪৬টি গ্রামের মধ্যে ৩টি গ্রাম ইতিপূর্বে সমুদ্রের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। ১৫ থেকে ১৬টি গ্রাম আংশিকভাবে ধস কবলিত। প্রতি বৎসর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা কোটালে মৃত্যুঞ্জয়নগর ও সুমতিনগর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়। ক্রমান্বয়ে ভূমিধস চলছেও। ধানের খেত, মিঠা পানের বরোজ, পুকুরের মাছ সহ বসত বাড়িগুলি নদীর ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সাগরদ্বীপের মানচিত্র থেকে এই দুইটি গ্রাম নদীর ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত। জমিদার ধনঞ্জয় গায়েনের বংশধর মৃত্যুঞ্জয় গায়েনের নামানুসারে গ্রামের নাম মৃত্যুঞ্জয়নগর। গ্রামটির আয়তন ৩.৮৯ বর্গ কিলোমিটার। প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ এই গ্রামে বসবাস করেন।

বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়্যারম্যান বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, নদীর ভাঙনে বিপন্ন মৃত্যুঞ্জয়নগর গ্রামে দ্বিতীয় পর্যায়ে সেচ দফতরের সহযোগিতায় ৪২০ মিটার বাঁধ প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এখানে ১০০০ (এক হাজার) মিটার আয়লা বাঁধ ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সেচ দফতরের আর্থিক আনুকূল্যে আয়লা বাঁধ নির্মাণ করা হবে বলেই তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, নদীর ভাঙনে বিপন্ন এই গ্রামটিকে রক্ষা করবার পরিপ্রেক্ষিতে মা–মাটি–মানুষের সরকার বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর।

প্রাক্তন গ্রাম প্রধান তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশান্ত কুমার মণ্ডল বলেন, নদীর ভাঙনে বিপন্ন মৃত্যুঞ্জয়নগর গ্রামের ৩ নম্বর নক্সার অধীন জমি ভূমিধসে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণে চলে গেছে। ৪ নম্বর নক্সার অধীন গোটাটাই নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে ঐ গ্রামের ৮৯ ও ৯০ নম্বর বুথে প্রায় ৬ বার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নদীর ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না। বর্তমানে আয়লা বাঁধটি মুড়িগঙ্গা নদীর উপরে নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও একটু বেশি পরিমাণে জমি অধিগ্রহণ করে আয়লা বাঁধটি নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি জানান। পাশাপাশি সুমতিনগর গ্রামের জানার ঘেরী সহ প্রায় ২ কিলোমিটার বাঁধ নদীর ভাঙনে বিপন্ন। এখানে খুব সত্বর আয়লা বাঁধ নির্মাণের জন্য তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও জানান, নদীর ভাঙনে বিপন্ন মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমি মুড়িগঙ্গা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য সাগর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ বালেশ্বর সাগর ব্লকে নদী ভাঙনের চিত্র তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

নয়া সালের শুরুতে বিদায়ী বছরের পোস্টমর্টেম

পার্থসারথি গুহ

শুরুটা হয়েছিল নক্ষত্র খসে পড়া দিয়ে। হ্যাঁ, ২০১৪–এর শুরুতেই আমরা হারিয়েছি মহানায়িকা সুচিত্রা

সেনকে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু এবং শেষ যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে জনারণ্য থেকে আড়ালে শেষকৃত্য সম্পাদন। এটা যেমন বছরের শুরুর ধাক্কা, তেমনই আবার একেবারে শেষ লগ্নে এসে ভারতীয় ক্রিকেটেও এক মহাতারকার অবসর পরিলক্ষিত হয়েছে। শ্রীনিবাসন, আইপিএল কেলেঙ্কারির জেরেই ধোনিকে টেস্ট অধিনায়কত্ব ছাড়তে হল কিনা তা নিয়ে আগামী বেশ কিছুদিন উত্তাল হবে চায়ের আড্ডা থেকে সমালোচকদের আসর। বিশেষ করে বোর্ডের এক সময়ের একচ্ছত্র অধিপতি শ্রীনিবাসনের ক্ষমতা হারানো ধোনির বৃত্ত থেকে ছিটকে যাওয়ার প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

একইভাবে নয়া বছরেই আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে আবির্ভাব ঘটতে চলেছে বিরাট কোহলির। বিনোদন এবং ক্রীড়া জগতের এই দুটি সংবাদ দিয়ে বারোমাস্যা শুরু হলেও এই বছর বাঙালি বেশি আলোড়িত হয়েছে এক এবং অদ্বিতীয়ম সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে। বস্তুত এই কেচ্ছা এখন সারা দুনিয়াতে বাঙলার মাথা অনেকটাই হেঁট করে দিয়েছে। সব থেকে বড় কথা এতে শাসকদলের প্রত্যক্ষ অবস্থান ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে। যার নজির হিসেবে রাজ্যে প্রথম মন্ত্রী থাকাকালীন কাউকে হাজতবাস করতে হচ্ছে। শুধু মদন মিত্র নন, রাজ্যের শাসকদলের একাধিক ব্যক্তির নাম এতে জড়িয়েছে, যাঁদের মধ্যে আরও এক সাংসদ শ্রীঘরে রয়েছেন। সারদার ঘটনা ২০১৩তে প্রকাশ্যে

এলেও ২০১৪ একে নিঃসন্দেহে বেশি মাইলেজ দিয়েছে। সর্বোপরি এই স্ক্যামে তৃণমূল দলেও ক্ষমতার ভারকেন্দ্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত দলের নম্বর–২ হিসেবে প্রতিষ্ঠা ছিল মুকুল রায়ের। এই লেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত যিনি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সমালোচকরা কিন্তু বলছেন সারদা ঝড়ে মুকুল এখন বিদায়ের পথে। ধোনির জায়গায় যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে বিরাট, সেই একই ভাবে মুকুলের পরিবর্তে এখন দলের

২ নম্বর জায়গাটি অর্জন করেছেন সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৪ দেশের রাজনীতিতে এক নতুন পর্বের সূচনা করেছে। এবছর অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি দিল্লিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। রাজীব গান্ধির পর মোদি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কোয়ালিশন রাজনীতির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এক নতুন সুযোগ পেয়েছেন। এখন তিনি এই সুযোগ কতটা কাজে লাগাবেন তা সময় বলবে। তবে অল্প সময়কালে আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজের ছাপ রাখতে সফল হয়েছেন নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদি। দেশে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যেসব রাজ্যে বিধানসভা এবং উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতেও মোদি ম্যাজিক ফুটে উঠেছে।

মোদি ম্যাজিকে সমানভাবে সঙ্গত করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বিজেপির এই যুগবন্দিতে চাপে রয়েছে এরাজ্যের ক্ষমতাসীন দলও। ২০১৫–র পুরনির্বাচন বলে দেবে আগামী দিনে এ রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্রটা কোনদিকে ধাবিত হবে।

মোদির চরম উত্থান ২০১৪–র বড়ো রাজনৈতিক এপিসোড হলেও বিপরীত কিছু চালচিত্র ঘটেছে এ বছর। রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই এই সালতামামি তুলে ধরা হচ্ছে। অনেক আশা নিয়ে দিল্লির মসনদে যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টির সরকারকে বসানো হয়েছিল তা মাত্র ক'দিনের মধ্যেই ঝাপ গুটিয়ে

নিয়েছে। বিগত লোকসভা ভোটেও পাঞ্জাব ছাড়া গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক ভরাডুবি ঘটেছে উল্কার মতো আবির্ভাব ঘটা 'আপ'–এর।

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মতোই

আরও এক মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো জেরবার হতে হয়েছে ২০১৪–তে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কুমারী জয়ললিতাকে হাজতবাসে যেতে হয়েছে আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন সম্পদের পরিমাণের জন্য। রাজনীতির শীর্ষ মেরুতে থাকা নেতানেত্রীদের এ হেন ছবি অবশ্য এদেশে নতুন নয়। ইন্দিরা গান্ধিকে পর্যন্ত তিহার জেলে রাত কাটাতে হয়েছিল। লালুপ্রসাদের সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ২০১৩–তে। লালুপ্রসাদের কেরিয়ার অবশ্য এই ২০১৪ তে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চরম শত্রু নীতিশের কুমারের সঙ্গে দোস্তির নয়া পর্ব শুরুতে। লালু–নীতিশদের সঙ্গে এই ঘুনচক্করে সমবেত হয়েছেন মুলায়ম এবং দেবেগৌড়ার মতো জনতা দলের প্রাক্তনীরাও। ভিপি সিং মেমোরিয়াল বোর্ড যেন নতুন করে শান দিচ্ছেন এরা।

অনেক খারাপ কিছুর মধ্যেও বাঙালি এই বছর পেয়েছেন এক তরতাজা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। বাবুল সুপ্রিয়–র গান এর আগে মাতিয়েছে। এখন মাতাচ্ছে তার রাজনৈতিক কলাকৌশল। অদূর ভবিষ্যতে এই গায়ক–নায়কের থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে আমাদের। খেলার জগতে এইবছরেই ক্রিকেট এবং ফুটবল দু–দুটি ট্রফি ঘরে তুলেছে যথাক্রমে শাহরুখের কেকেআর

এবং সৌরভের অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা। অনেক কিছু হারানোর মধ্যেও বাঙালির অ্যাকাউন্টকে সমৃদ্ধ করেছে এই যুগপৎ জয়। বাঙালিকে এই বছর গৌরবান্বিত করে তাবড় শিল্পতিদের পিছনে ঠেলে ব্যাঙ্কের লাইসেন্স আদায় করেছেন চন্দ্রশেখর ঘোষ। মালাইলা এবং কৈলাস সত্যার্থীর যুগ্ম নোবেল যেমন একইভাবে সমৃদ্ধ করেছে ভারত–পাককে। সন্ত্রাসের ছবিতেও বছরের শেষ মুহূর্তে কোলাজে ধরা পড়েছে পাকিস্তান এবং ভারত। যথাক্রমে পেশোয়ারের শিশু নিধন এবং অসমের গণহত্যার মাধ্যমে। ইবোলা আতঙ্কেও কেঁপেছে পুরো দুনিয়া ১৪–তেই। মালেশিয়ান বিমানের অন্তর্ধানের ঘটনাও এবছরের বিস্ময়কর অধ্যায়। বর্ধমানের খাগড়াগড়ে জঙ্গি নাশকতাও বিদায়ী বছরে কম্পমান করেছে রাজ্যকে।

লালগ্রহ মঙ্গলের কক্ষপথে মঙ্গলযান পাঠিয়ে ভারত ১৪তেই সারা দুনিয়ার কাছে কৌলিন্য আদায় করে নিয়েছে। শত খুশির ঝলকের মধ্যে বিষাদ এনে দিয়েছে অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা

শ্লীলতাহানির অভিযোগ। যার জেরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ ছাড়তে হয়েছে এই বিচারপতিকে।

নয়া বছরে সম্পদ বাড়ানোর বিবিধ পথ এবং তার নানারকম পদ্ধতি

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজার এবং আর্থিক ইনডেক্স নিয়ে অনেকবার নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই কলমে। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের লগ্নি সুরক্ষিত করা। মানে হাস্যচ্ছলে বলা চলে, ট্রেডার বা বিনিয়োগকারীরা যাতে থাকেন দুধে-ভাতে। এটি শুধুমাত্র কোনও প্রবাদবাক্য আওড়ানোর ব্যাপার নয়। একেবারে ঘোর বাস্তবতার দলিল। এমনিতে নতুন একটি বছর মানে আগের বছরের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সব পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আর সবথেকে বড় কথা নিজের সম্পদকে সম্পদশালী করে তোলা। এমনিতে অর্থ উপার্জনের বিবিধ যে পথ রয়েছে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্টক মার্কেট বা শেয়ার বাজার। ভারতের বাজারে যাকে আমরা মূলত নিফটি এবং সেনসেক্স হিসেবেই চিনে থাকি। বিদেশেও আয়ের পথ হিসেবে হিসেবে এইসব সূচকগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সকলেই যে সরাসরি শেয়ার বা ইক্যুটিতে বিনিয়োগ করে ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটতে চান তা আদৌ নয়। বরং অনেকেই রয়েছেন আমাদের চারপাশে যারা এই রিস্কের রাস্তায় না গিয়ে অনেক কম ঝুঁকির পথ বাছেন। এই অবস্থায় লগ্নিকারীদের অনেকের কাছেই সহজতর পথ হচ্ছে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে টাকা খাটানো। কারণ মিউচ্যুয়াল ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী হারে মানুষের বা গ্রহিতার লগ্নিকে সুরক্ষিত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। এইসব ফান্ডের মধ্যে দেশি এবং বিদেশি অনেক ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে বিদেশি অনেক কোম্পানি আছে যারা আকর্ষণীয় মূল্যে রিটার্ন দিয়ে থাকেন। অনেক রক্ষণশীল মানুষ আছেন যারা চট করে বিদেশি ফান্ড বা প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখতে চান না। তাদের জন্য ভালো পথ বাজার খোলা রয়েছে দেশি ফান্ডগুলির পক্ষ থেকে। মিউচ্যুয়াল ফান্ডে অর্থ লগ্নি করার পর খেয়াল রাখতে হয় তার ন্যাভের দিকে। এই ন্যাভ হচ্ছে আপনার নিবেশিত অর্থের বর্তমান মূল্য কি তা জানার সর্বোচ্চ উপায়। মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলি সাধারণ মানুষের অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন। তারা যে শুধুমাত্র ভারতের বাজারে নিবেশিত থাকেন তা নয়। বরং বিদেশের বিভিন্ন সূচকেও অর্থ নিয়োগ করে থাকেন এই ফান্ডগুলি। তাছাড়া এদের ফান্ড ম্যানেজার যারা হন তারা রীতিমতো দক্ষ আর্থিক বিশেষজ্ঞ। দেশি-বিদেশি নানা ধরণের ডিগ্রির অধিকারী এই ম্যানেজারদের দক্ষতা এবং সুচারুতার ওপর সেইসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটে। এবং লগ্নিকারীরা তাদের লগ্নি করা টাকা থেকে দিনের শেষে (মেয়াদ শেষে) ভালো ফসল তুলতে পারেন।

এছাড়াও বন্ডে টাকা রাখার ব্যাপারেও বর্তমানে অনেকটাই আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব বন্ড অনেক ক্ষেত্রে আয়কর বাঁচানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। বন্ডে সুদের হার কম হলেও যারা অধিক আয়ের জন্য আয়করের আওতায় আসেন তাদের জন্যও বন্ড সুরক্ষিত একটি পথ। বন্ডের ব্যাপারে অনেকের অবশ্য জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা ভাসা। সেই পরিস্থিতিতে আয়করের আওতায় না আসতে চাইলে অনেকে বেছে নেন জীবনবিমার সুবিধা। অবশ্যই একবছর বা তার বেশি সময়ের জন্য। এদেশে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন বা এলআইসি সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের ওপর অনেক মানুষ নির্ভর করে থাকেন। অনেকটা এদের প্রচারিত বহুল জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনের মতোই। তবে দেশের সরকার মানে নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারীকরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রথম সারিতে রয়েছে বিমা। লোকসভাতে তা পাশ হলেও বিরোধীদের বাধায় রাজ্যসভায় তা আটকে গিয়েছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্র অর্ডিন্যান্স এনে এই বিল পাশ করাতে চাইছে যে কোনও মূল্যে। বিমা বেসরকারীকরণ আদতে এদেশের সাধারণ মানুষের সুরক্ষার চাদর আরও সুদৃঢ় করতে পারে। এমনটা মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। যদিও এ নিয়ে বিরুদ্ধ মত ও রয়েছে। তবে একটা কথা একেবারে ঘোর বাস্তব বিশ্বায়নের রথে যারা সওয়ার হতে চাইছেন তাদের কাছে বিমা ক্ষেত্রের এই বেসরকারীকরণ এক সুবর্ণ সুযোগ। এর ফলে পুরো পরিস্থিতিটাই আমূল পালটে যেতে পারে। এদেশের নাগরিকরাও পেতে পারেন প্রথম বিশ্ববাসীর মতো সুযোগসুবিধা। এখন দরকার এর যথার্থ প্রয়োগ। যার মাধ্যমে দেশ তথা নাগরিকদের মানসম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এক বিশাল উচ্চতায়। এই ভাবনাটাই আসছে দেশের অনেক রাজনৈতিক দলের মননে। এর মধ্যে যেমন বাম দল রয়েছে তেমন এই রাজ্যের শাসক দল তথা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া তৃণমূলও রয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে বৈপরীত্য থাকলেও দেশের সমৃদ্ধির প্রশ্নে যে উদ্যোগ নয়া সরকার নিতে চাইছে তাকে যেকোনও ভাবে আটকাতে চাইছে তৃণমূল এবং বামেরা। এই পিছুটানের রাজনীতি যে দেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে তা মনে হয় ভেবে দেখছে না এরা কেউই। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এক জিনিস। তাতে দেশের গতি আটকাতে পারে না কখনই। এটা করা মানে আদতে দেশের তথা জনসাধারণের ক্ষতি করা। এখানে কংগ্রেসের ভূমিকা বেশি আশ্চর্যের। তাদের আমলে মনমোহন সিং- পি চিদম্বরম বা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ারা একাধিক সংস্কারের পথ নিয়েছিলেন। অদ্ভুতভাবে তাদের নীতি যখন বিজেপি তুলে ধরছে বা প্রয়োগ করতে চলেছে তখন পাশে না থেকে এই বিরোধীদের সঙ্গে সমস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে কংগ্রেস। এটাও দেশের সংস্কারের পক্ষে খারাপ খবর।। এই ধরণের দেশী রাজনীতির কূটচালিতা অর্থনীতির কলমে আশা করি ভালো লাগছে না পাঠকদের। এই প্রসঙ্গ এই কারণে অবতারণা করা যে এর থেকে সাফ যে চিত্র উঠে আসছে তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরাই এই লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সরকার অনেক কিছু রূপায়ণ করতে চাইলেও তা সাকার হচ্ছে না। একথা ঠিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যে কোনও সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। দেশের হিত ভাবনার জন্য অবশ্য সরকারকে দ্রুত এইসব সংস্কারমুখী কাজ বাস্তবায়িত করতে হবে। নচেৎ যে বিদেশিরা এখানে লগ্নি করছেন তারা টাকা তুলে নিতে দেরি করবেন না। মনে রাখা প্রয়োজন এই বিদেশি লগ্নিকারীদের ওপর দেশের সমৃদ্ধি ও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যত এদেশে বিদেশিদের বিনিয়োগ বাড়বে ততই শক্তি অর্জন করবে ভারতীয় টাকা। এই চিত্রটা আমরা দেখেছি যখন ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স ব্যাপক হারে বাড়ে তখন। আবার উলটো চিত্র লক্ষ্য করা যায় যখন দেখা যায় ভারতীয় বাজার নিচের দিকে আসতে থাকে। এইসময় বিদেশি ডলার শক্তি লাভ করতে পারে। ভারতীয় বাজার ঘুরে দাঁরানোর রসদ হিসেবে মোদি সরকারের নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় আসাকে মূলত ধরা হচ্ছে পটচিত্রে। তবে এও ঠিক মোদি সরকার গড়ার পর যে অন্তবর্তীকালীন সময়ে নয়া সরকার পেয়ে থাকে সেই হনিমুন পিরিয়ড এবার কেটে গিয়েছে। ফলে ঘোর রুক্ষতার জমিতে দাঁড়িয়ে এখন অগ্রসর হতে হবে এই সরকারকে। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে আগামী বাজেট। এর ভালো-খারাপের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

অর্থনীতি

আসলে বাজেট হচ্ছে একটি সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন। এটা ঠিক এখনো পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ এরা নিয়েছে তা খুব একটা মন্দ লাগেনি বাজারের। তবে এটাও ঠিক বেশি ভাষণে কোনওদিন গা ভাসায় না শেয়ার বাজার। বরং অনেক বেশি আশা করা হয় সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর। সেই দাওয়াইটা নিয়েই এবার ছক কষা শুরু হয়েছে সরকারের। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বাজারের অগ্রগতিকে টেনে ধরার জন্য প্রকারন্তরে সমালোচনা করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনরের। রঘুরাম রাজন এত অনুকূল অবস্থা হওয়া থাকা সত্ত্বেও কেন ব্যাঙ্কের সুদের হার কমানোর পথে হাঁটছেন না তা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রচুর তর্কবিতর্ক। শিল্পোৎপাদনের গ্রাফ কমতির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে আওয়াজ তুলেছেন সুদ কমানোর দাবিতে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর এখনো নিজের দাবিতে অনড় হয়ে রয়েছেন। তার পরিস্কার কথা মুদ্রাস্ফীতি সাময়িকভাবে নিচে আসাটাকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর কাছে অনেক বেশি দাবি রাখে মুদ্রাস্ফীতির স্বাভাবিকতা। এই টানাপোড়েনে কিছুটা প্রভাবিত হচ্ছে শেয়ার বাজার নিঃসন্দেহে। শেষ খবর অনুযায়ী আগামী মার্চের মধ্যে সুদের হার প্রথমবারের জন্য কমিয়ে দিতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তাছাড়াও আগামী এক বছরের মধ্যে কমানো হতে পারে প্রায় এক শতাংশ সুদ। লেখার একেবারে প্রথমদিকে মানুষের আর্থিক সাশ্রয়ের অন্যতম অবলম্বন দীর্ঘমেয়াদী সুদে টাকা জমা রাখার কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুদ যদি কমালে তবে যারা আগামীতে দীর্ঘমেয়াদে সুদ কম পাবেন। কিন্তু দেশের প্রগতি এবং বিকাশের স্বার্থে এটুকু আত্মত্যাগ তো করতেই হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ জানুয়ারি – ৯ জানুয়ারি, ২০১৫

১) মেষ : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

২) বৃষ : পতি-পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে সাফল্যের জন্য আপনি প্রশংসা পাবেন। শিক্ষায় ভাল ফল পেলেও মনের মতন হবে না। অন্যের উন্নতির পথে সময়টি শুভদায়ক। পিতার পক্ষে ভাল সময়।

৩) মিথুন : বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পায়ে রক্তপাতের যোগ রয়েছে। সাবধান চলতে হবে।

৪) কর্কট : স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। মনের মত মানুষের সন্ধান পাবেন। অধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির যোগ বিদ্যমান।

৫) সিংহ : যে কোনও কাজ ঠাণ্ডা মাথায় করার চেষ্টা করুন। মাথা গরম করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটবে। দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পেলেও সঞ্চয় হবে না। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য না থাকলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

৬) কন্যা : দায়িত্বমূলক কাজে বাধা আসবে। দ্বৈত মনোভাবের জন্য উন্নতিতে সফলতা পেতে বিলম্ব ঘটবে। গৃহভূমি ও জমি জমা সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন চলছে চলুক, নতুন ব্যবসায় নামবেন না। আয় ভালই হবে। শিক্ষায় শুভ হবে।

৭) তুলা : কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি ও উন্নতির যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ এবং ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন। চঞ্চলতা ভাব কমাতে হবে। নচেৎ ক্ষতি হয়ে যাবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। তীর্থভ্রমণ যোগ রয়েছে।

৮) বৃশ্চিক : লেখ্যপরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য লাভ করবেন। সেবামূলক কাজগুলি বা দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি সফলতা পাবেন এবং অন্য আপনার কাজে আকৃষ্ট হবে। মনের মধ্যে বিবিধ সংশয় বাসা বাঁধবে কিন্তু এগুলিকে উপেক্ষা করা দরকার।

৯) ধনু : আহার বিহারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। নিজের চেষ্টায় ভাগ্যের উন্নতি সমর্থ হলে অনেক বাধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। বিশ্বাস করে বিশেষ করে বন্ধুদের সঙ্গে মনের কথা বলবেন না। ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

১০) মকর : পূর্বের পরিকল্পনাগুলি এখন কাজে লাগাতে পারবেন। ব্যবসায় ভাল ফল পাবেন কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আছে। যাঁরা জমি-জমার কাজ করেন তাঁরো ভাল ফল পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দ পাবেন। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে।

১১) কুম্ভ : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন। সাফল্য পাবেন। মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটবে। আপনাকে খুব সংযত হয়ে চলতে হবে। কর্মস্থলে খুব সতর্কে চলতে হবে। শত্রুরা মিত্রস্বরূপ ব্যবহার করবে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। ব্যবসায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

১২) মীন : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। সাহিত্যিক বা শিল্পীদের পক্ষে সময়টি ভাল। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করতে পারবেন।

রাজ্য বিদ্যুতে ১২৩

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স, ডাক্তার

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড টেকনিক্যাল ও নন টেকনিক্যাল পদে ১২৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটিঅ্যান্ডসি), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচআরঅ্যান্ডএ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এফঅ্যান্ডএ), মেডিক্যাল অফিসার, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), নার্স নিয়োগ করা হবে। নোটিফিকেশন নম্বর MPP/2014/02. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ১) ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সে (কম্বাইন্ড) চার বছরের পূর্ণ সময়ের বিই/ বিটেক/ বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি অথবা ২) ফিজিক্স অনার্সে বিএসসি সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের বিটেক। **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটিঅ্যান্ডসি):** ১) ইনফরমেশন টেকনোলজি/ কম্পিউটার সায়েন্সে চার বছরের পূর্ণ সময়ের বিই/বিটেক/ বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি অথবা ২) কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি অথবা ৩) তিন বছরের পূর্ণ সময়ের এমসিএ অথবা ৪) বিএসসি অনার্স সঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের বিটেক অথবা ৫) চার বছরের ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনে ডিগ্রি। **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচআরঅ্যান্ডএ) :** যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে এমবিএ/ এমপিএম/ এমএইচআরএম (দু বছরের পূর্ণ সময়ের কোর্স)- পার্সেনেল ম্যানেজমেন্ট/ এইচআরে মেজর স্পেশ্যালাইজেশন সহ, অথবা ২) পূর্ণ সময়ের দু বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট/ এইচআরে স্পেশ্যালাইজেশন। **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এফঅ্যান্ডএ):** যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে ১) ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া অথবা ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়ার ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ অথবা ২) এমবিএ (দু বছরের ফুল টাইম) ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ। **মেডিক্যাল অফিসার:** এমসিআই অনুমোদিত এমবিবিএস। **সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল):** ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন স্বীকৃত ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা। **নার্স :** বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ সঙ্গে নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস অথবা এআইসিটিই অনুমোদিত জেনারেল নার্সিং মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা, সঙ্গে কোনো স্বীকৃত হাসপাতালে অন্তত দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

সব পদের ক্ষেত্রেই ওপেন ইউনির্ভাসিটি/প্রাইভেট ইউনির্ভাসিটি/ ডিসট্যান্স লার্নিং মোড/ পার্ট টাইম কোর্স/ স্যান্ডউইচ কোর্স গ্রহণযোগ্য নয়।

বয়সসীমা : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটিঅ্যাণ্ডসি), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচআরঅ্যান্ডএ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এফঅ্যান্ডএ), মেডিক্যাল অফিসার, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ অনুযায়ী বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। নার্স পদের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ অনুযায়ী বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিময় অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ছাড় পাবেন। অন্যান্য রাজ্যের সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন, তবে তাঁরা সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন না।

বেতনক্রম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটিঅ্যান্ডসি), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচআরঅ্যান্ডএ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এফঅ্যান্ডএ) ও মেডিক্যাল অফিসারের ক্ষেত্রে বেতন ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা, গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে মূল বেতন ৬.৩০০-২০,২০০ টাকা (শুরুতে ৯,০০০ টাকা), সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। নার্স পদর ক্ষেত্রে মূল বেতন ৬,৩০০-২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। সবক্ষেত্রেই অন্যান্য ভাতাও আছে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি : লেখা পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। লেখা পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ হবে কলকাতায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও মেডিক্যাল অফিসারের ক্ষেত্রে লেখা পরীক্ষা হবে জেনারেল অ্যাওয়্যারনেশ (১৫ নম্বর), রিজনিং (১৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর), ইংলিশ (১৫ নম্বর), স্পেশ্যালাইজেশন বিষয়ে (৮০ নম্বর)। মোট ১৪০ নম্বর, সময় ২ ঘন্টা। ১০ নম্বরের ইংলিশ ডেসক্রিপটিভ, সময় ১৫ মিনিট ইন্টারভিউ হবে ৫০ নম্বরের। সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), পদের ক্ষেত্রে লেখা পরীক্ষায় থাকলে জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (১৫ নম্বর) রিজনিং (১৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর), ইংলিশ (১৫ নম্বর), স্পেশ্যালাইজেশন বিষয়ে (৯০ নম্বর)। মোট ১৫০ নম্বর, সময় ২ ঘন্টা। ইন্টারভিউ হবে ৫০ নম্বরের। নার্স পদের ক্ষেত্রে লেখা পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল নজেল অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (১০ নম্বর), ইংলিশ (১০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড (১০ নম্বর), রিজনিং (১০ নম্বর), ডোমেন নলেজ (৮০ নম্বর)। মোট ১২০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ২ ঘন্টা। ইন্টারভিউ হবে ৩০ নম্বরের। সমকটি পদের ক্ষেত্রেই কাট অব মার্কস ৩০। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা কাট অব মার্কসের ক্ষেত্রে ছাড় নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন। পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিট কার্ড সময়মতো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

শূন্যপদের বিন্যাস: ক্রমিক সংখ্যা ১: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল): মোট শূন্যপদ ৬০ (অসংরক্ষিত ২৯, তপশিলী জাতি ১২, তপশিলি উপজাতি ৩, ওবিসিএ ৫, ওবিসি বি ৪, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ৩, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ৩, অস্থি প্রতিবন্ধী ১)। **ক্রমিক সংখ্যা ২: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটিঅ্যান্ডসি) :** মোট শূন্যপদ ১৭ (অসংরক্ষিত ৮, তপশিলি জাতি ৪, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১, ওবিসি বি ২, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ১)। **ক্রমিক সংখ্যা ৩ : অ্যাসিস্ট্যাট ম্যাজোর (এইচআরঅ্যান্ডএ) :** মোট শূন্যপদ ১৬ (অসংরক্ষিত ৯, তপশিলি জাতি ৩, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ২, অস্থি প্রতিবন্ধী ১)। **ক্রমিক সংখ্যা ৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এফঅ্যান্ডএ) :** মোট শূন্যপদ ৯ (অসংরক্ষিত ৪, তপশিলি জাতি ১, তপশিলি উপজাতি ২, ওবিসি এ ১, অস্থি প্রতিবন্ধী ১)। **ক্রমিক সংখ্যা ৫ : মেডিক্যাল অফিসার :** মোট শূন্যপদ ২ (তপশিলি জাতি ১, ওবিসি এ ১)। **ক্রমিক সংখ্যা ৬ :** সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্চিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল); মোট শূন্যপদ ১৫ (অসংরক্ষিত ৮, তপশিলি জাতি ৩, ওবিসি এ ২, ওবিসি বি ১, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ১)। **ক্রমিক সংখ্যা ৭ :** নার্স; মোট শূন্যপদ ৪ (অসংরক্ষিত ১, তপশিলি জাতি ১, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১)।

পরীক্ষার ফি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটিঅ্যান্ডসি), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এফঅ্যান্ডএ), মেডিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে আবেদনের ফি বাবদ ৪০০ টাকা দিতে হবে। সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা ও নার্স পদের ক্ষেত্রে আবেদনের ফি ২৫০ টাকা। চালানের মাধ্যমে আবেদনের ফি জমা করতে হবে। ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করে এফোর মাপের কাগজে প্রিন্ট নিতে হবে। চালানটি পূরণ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনো শাখায় আবেদনের ফি দিতে হবে। তপশিলি জাতি/উপজাতি ও এগজেমটেড ক্যাটেগরির প্রার্থীদের আবেদনের ফি দিতে হবে না। সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের আবেদনের ফি বাবদ ১৮০ টাকা দিতে হবে। প্রথম শ্রেণির পদগুলির ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের আবেদনের ফিতে কোনো ছাড় নেই। ফি দেওয়া হয়ে গেলে ব্যাঙ্ক ট্রানজ্যাকশন ও এসওএল আইডি দেবে, সেটি লিখে রাখতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি : www.wbscdcl.in ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘Career’ লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে, সেখান থেকে ‘Apply Online for Notification No. MPP/2014/02’ লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। অনলাইন আবেদন করার আগে ছবি, স্বাক্ষর, ব্যাঙ্ক চালান ও অন্যান্য জরুরি নথি স্ক্যান করে রাখতে হবে। ছবির মাপ ২০০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের মাপ ১০০ কেবির মধ্যে ও অন্যান্য নথিপত্রের মাপ ৪০০ কেবির মধ্যে হতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করার সময় ছবি, স্বাক্ষর, ব্যাঙ্ক চালান ও অন্যান্য কপি নির্দিষ্ট স্থানে আপলোড করতে হবে। সাবমিট করার পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর সহ রেজিস্ট্রেশন স্লিপ পাওয়া যাবে। রেজিস্ট্রেশন স্লিপের প্রিন্ট আউট নিতে হবে, তাতে স্বাক্ষর করতে হবে, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি সাঁটতে হবে, চালানের ডব্লুবিএসইডিসিএলের কপি, জন্মতারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য জরুরি নথিপত্রের স্ব-প্রত্যায়িত কবি সাধারণ ডাকে পাঠাতে হবে, ‘THE ADVERTISER Post bag No 6615, 8 No. Esplanade East, Esplanade Post Office Kolk-ata-700 069 ঠিকানায়। রেজিস্টার্ড, ক্যুরিয়র বা স্পিড পোস্ট গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্ত নথি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে হবে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে। যে পদের জন্য আবেদন করছেন সেই পদের নাম খামের উপরে লিখতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ : অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৯ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত। রেজিস্ট্রেশন স্লিপ, চালানোর কপি ও অন্যান্য নথি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে হবে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে। লেখা পরীক্ষা হবে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ।

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যোগাযোগ করুন

৯২৩২১১২৬২৯/
৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/ ৯৫৯৩৪৫০৪৫৩

ই-মেল: prithatravels@gmail.com

9735555503 Http:// youthtrainingcentre.webs.com

ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ-

IT, FA(Tally), DTP, Hardware, Networking, Multimedia,

মোবাইল রিপেয়ারিং, বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

ডায়মন্ড হারবার : 7679179659 সরাচি : 9046961154
কুল্পি : 9635856078 মশাট : 9641764354

সমাজের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোটারি ক্লাব ক্যালকাটা সাউথসিটি টাওয়ার ও ডিভাইন ডেস্টিনেশনের উদ্যোগে সামাজিক অবদানের জন্য কয়েকজন মানুষকে সম্মান প্রদান করে। গত ২৮ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের অডিটোরিয়ামে ওই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসক সুনীল নাগ ও প্রধান ক্রীড়াবিদ দেবেন্দ্র রায় সহ ছয়জন কৃতী গুণী মানুষকে সংবর্ধিত করতে পেরে নিজেদের ধন্য বলে মনে করেন সংগঠনের পক্ষ থেকে সুমিত কুমার মাইতি ও রোটারিয়ান এমজে সুলতান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রচার সহযোগী ছিল আলিপুর বার্তা পত্রিকা।

গঙ্গাসাগরে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ ডিসেম্বর দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পুজো দেন রাজ্যের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এদিন কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যপাল কথা বলেন কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জ্ঞানদাস মহন্তর সঙ্গে। এমন কি তিনি কথা বলেন গঙ্গাসাগরের সাধুদের সঙ্গেও। এদিন রাজ্যপাল গঙ্গাসাগর এলাকা ঘুরে দেখেন। ঘুরে দেখেন কপিলমুনি আশ্রম। জলপথে গঙ্গাসাগরে আসেন রাজ্যপাল। নিরাপত্তা ছিল আটোসাটো। বিকালে জলপথেই রওনা দেন হলদিয়ার উদ্দেশ্যে।

ট্রেন অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত সোমবার সকালে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন দাবিতে ট্রেন অবরোধ করে কয়েকশো নিত্যযাত্রী। এসইউসি–র পক্ষে এই দাবি করা হয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরে ক্যানিং–শিয়ালদহ লাইনে ডাউন ট্রেন দেরিতে চলাচল করছে। এমনকি ক্যানিং, তালদি, বেতবেড়িয়া, ঘুটিয়ারি শরিফ প্ল্যাটফর্মগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শৌচালয় নেই। বাতিল হয় ৩টি ট্রেন। রেলের বিদ্যুতের তারে কলাগাছ ফেলে দিলে বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ চলাচল। এদিকে অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আগে রেলের অফিসাররা, জিআরপি এবং আরপিএফ। অবরোধকারিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ উঠে যায়। ভারতের পূর্ব রেলওয়ের মুখ্যজনসংযোগ আধিকারিক জানান যে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। নিত্যযাত্রীদের দাবি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

বনগাঁ উপনির্বাচনে প্রাধান্য পাবে নাগরিকত্বের দাবি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা : রাজ্যে পুরসভা ভোট ও বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা হয়নি। তা না হলেও গত রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁয় জেলার ২৫টি পুরসভার ভোট ও বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রচারভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের দলীয় সমাবেশে তৃণমূলের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁর বক্তব্যে এই মর্মেই বার্তা দিলেন তাঁর দলের জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মোট ২৭টি পুরসভার মধ্যে পানিহাটি ও হাবড়া পুরসভা দুটির ভোট আগেই হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বাকি ২৫টি পুরসভার ভোট। জেলায় এই পঁচিশটি পুরসভার নির্বাচন ও বনগাঁ লোকসভার উপনির্বাচনকে একপ্রকার পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে তৃণমূল। সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের প্রভাব এই মুহূর্তে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রায় তলানিতে এসে ঠেকলেও বিজেপি–র উত্থানকে কোনমতেই অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষ করে সম্প্রতি বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের জয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা বিজেপিকে ব্যাপক পরিমাণ অক্সিজেন জুগিয়েছে। বিজেপি–র এই উত্থান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূলের ভিতকে রীতিমত টলিয়ে দিয়েছে, বলে মনে করছেন রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহল।

কার্যত তৃণমূল এবং বিজেপি দুটো দলই রাজ্যে যে ভাল ফল করেছে বা করছে তা একমাত্র জনগণের আবেগের ফসল বলে তথ্যাভিজ্ঞমহলের অভিমত। কারণ হিসেবে তাঁদের ব্যাখ্যা, রাজ্যে ২০০৮–এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০০৯–এর লোকসভা নির্বাচন ও তার পরবর্তী পুরনির্বাচন এবং ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়লাভ। সুসংগঠিত বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতার মতো সংগঠন তৃণমূলের ছিল না। এ সত্ত্বেও ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৩৪ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্টের বিপর্যয় ঘটে। এই বিপর্যয় তৃণমূলের সংগঠনের জন্য হয়নি। বামফ্রন্টের স্বজনপোষণ ও বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ৩৪ বছরের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। মানুষ আবেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে সমর্থন জানিয়েছেন। তেমনই মাত্র সাড়ে তিন বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ। আর এই কারণেই রাজ্যে বিজেপি'র প্রতি সাধারণ মানুষের আবেগতাড়িত ঝোঁকবৃদ্ধি। কারণ এখানে তৃণমূলের মতো বিজেপিরও কোনও উল্লেখযোগ্য সংগঠন নেই, বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

উল্লেখ্য, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় বিজেপির সংগঠন দানা বেঁধে ওঠার আগেই ইতিমধ্যে দু–তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যা জেলা বিজেপির কাছে অশনি সংকেত বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। এদিকে জেলায় পুরনির্বাচন ও বনগাঁ লোকসভা উপনির্বাচনকে তৃণমূল পাখির চোখ করে এগোতে চাইলেও তা কতখানি সফল হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞমহল যথেষ্ট সন্দিহান। বিশেষ করে বনগাঁ লোকসভা উপনির্বাচন একপ্রকার দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলে আছে বলে তাঁরা মনে করছেন। কারণ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে মতুয়া ভোট প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ। আর এদের দীর্ঘদিনের দাবি নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসনের। ২০০৩–এর নাগরিকত্ব বিল সংশোধনের দাবিতেও তারা এই বিল পাশের শুরু থেকেই সোচ্চার। বিগত বামফ্রন্ট সরকার যেমন তাদের এই দাবিগুলিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি, তেমন বর্তমান তৃণমূল সরকারও এ ব্যাপারে নীরব। গত রবিবারের সভায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ কোন নেতাই এ প্রসঙ্গে কোনও বক্তব্য যেমন রাখেননি, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁয়

যে সভা করে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করেননি। বর্তমান সরকারের এই বিষয়টা মতুয়ারা ভালভাবে দেখছে না। এটা বনগাঁ লোকসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের একটা 'মাইনাস পয়েন্ট' বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তাঁরা ঠাকুরবাড়ির সদস্যকে সরাসরি নির্বাচনে প্রার্থী পদে অংশগ্রহণকে তুলে ধরতে চাইছেন। কারণ ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আগে মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিভাজন তৈরি হয়নি। গত বিধানসভা নির্বাচনে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রার্থী হওয়ার পর থেকে এই বিভাজনের সূচনা হয়। সম্প্রতি প্রয়াত কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর তা ব্যাপকভাবে প্রকট হয়। মূলত এই দুটি কারণকে তৃণমূলকে হিসেবে রাখছেন বিশ্লেষকগণ। এই সঙ্গে বনগাঁয় তৃণমূলের জয়–পরাজয় নিয়ে অন্য যে কারণগুলি উঠে আসছে তা হল, সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মৃত্যুর পর মতুয়াদের একটা বড় অংশ কপিলপত্নী মমতাবালা ঠাকুরের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। অপর অংশটি থাকে রাজ্যের মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণের পুত্র সুব্রত ঠাকুরের পক্ষে। মমতাবালার পক্ষে মতুয়াদের বড় অংশ থাকার কারণ হল, মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের গ্রহণযোগ্যতা। সর্বভারতীয় সঙ্ঘাতিপতি হিসেবে তিনি ছিলেন মতুয়াদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বনগাঁ লোকসভা উপনির্বাচনে ঠাকুরবাড়ির কাউকে প্রার্থী করা হবেনা বলে একপ্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। সুব্রত ঠাকুরকে যদি বিজেপি নিজেদের দলে টানতে পারে ও তাঁকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়, তাহলে মতুয়া ভোটের অধিকাংশই তৃণমূলের প্রতি চাপা ক্ষোভবশত সুব্রত ঠাকুরকে সমর্থন দিতে পারে এবং এর ফলে বিজেপি–র জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা। যদি পরিস্থিতি এমন হয়, অর্থাৎ সুব্রত ঠাকুর বিজেপি প্রার্থী হন, তাহলে তৃণমূল সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বদলে যদি মমতাবালাকে প্রার্থী করে তাহলে তৃণমূলের জয় সুনিশ্চিত। কারণ প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের প্রতি সহানুভূতির পাল্লা সেক্ষেত্রে ভারী হবে এবং তা মমতাবালার দিকে ধাবিত হবে বলে বিশ্লেষক মহলের অভিমত। যদি ঠাকুরবাড়ির কাউকেই বিজেপি বা তৃণমূল প্রার্থী না করে, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্য মাত্রা পেতে পারে। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে নাগরিকত্বের দাবি। মতুয়াদের এই দাবির সমর্থনে তৃণমূল বা বিজেপি যাদের ভূমিকা থাকবে অগ্রগণ্য এই নির্বাচনে তাদের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে তথ্যাভিজ্ঞমহলের অভিমত।

প্রতারণার শিকার অশীতিপর বৃদ্ধা সর্বশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: চর্তুদিকে নদী বেষ্টিত সাগর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর হারাধনপুর গ্রামে ৭৪ বছরের বৃদ্ধা সুভাষিণী মণ্ডলের ১ একর ২১ শতক চাষাবাদের জমি ছিল। বিগত ১১/১১/২০১৪ তারিখে বৃদ্ধার স্বামী অশ্বিনী কুমার মণ্ডল তাকে রুদ্রনগরের ডাক্তারের নিকট অসুখ দেখাবার অজুহাতের প্রলোভন দেখিয়ে সতীন পুত্র অসিত কুমার মণ্ডলের নামে ১ একর ২১ শতক জমি দানপত্র দলিল করে নেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সুভাষিণী সর্বশান্ত অবস্থায় যথাসর্বস্ব খুইয়ে পথে পথে অনাহারে ঘরে বেড়াচ্ছেন।বিগত১২/১১/২০১৪ তারিখে বৃদ্ধার স্বামী ও সতীন পুত্র সহ বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের সহযোগিতায় উহাকে মারধর এবং গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। প্রকাশ থাকে যে, বিগত প্রায় ৫ মাস পূর্বে বৃদ্ধার স্বামী অশ্বিনী কুমার মণ্ডল উহাকে রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তার দেখাবার নাম করে কয়লাপাড়া গ্রামের বসতবাটি থেকে উত্তর হারাধনপুর গ্রামে নিয়ে যান। বৃদ্ধার স্বামী বরাবর স্বার্থকর তথা সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি হিসাবে এলাকায় বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি এই সুযোগে বৃদ্ধার জমি সম্পূর্ণ রূপে হস্তান্তর করিয়া লইবার জন্যে গভীরভাবে জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে লিপ্ত হয়ে কাজে নেমে পড়েন।

উল্লেখ্য বৃদ্ধার স্বামী ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে একজন মহিলাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। স্বামীর সহিত দীর্ঘদিন যাবৎ বৃদ্ধার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। তিনি বরাবর কয়লাপাড়া গ্রামে তাঁর গর্ভজাত সন্তান আশীষ কুমার মণ্ডলের নিকট থাকিতেন।

জমি হস্তান্তর ও বাড়ি থেমে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধা সুভাষিনী মণ্ডল সাগর থানায় জি–ডি–ই নম্বর ৯৬৪/১৪ তারিখ ১৯/১১/২০১৪ স্বরূপ অভিযোগ দায়ের করেন। বৃদ্ধা এতটুকু হতোদ্যোম না হয়ে গর্ভজাত সন্তান–সন্ততিদের এবং এলাকার শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় কাকদ্বীপ সিভিল (দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে ৩২৩, ৩২৪, ৩৮৪, ৪২০ সহ বিভিন্ন ধারায় দুইটি মামলা দায়ের করেছেন। বৃদ্ধা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রলোভনের মাধ্যমে এই দানপত্র—দলিলটি মহামান্য বিচারক মহাশয়ের রায়ের মাধ্যমে অবৈধ বলেই ঘোষিত হবে। পাশাপাশি তিনি স্বামী অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, সতীনপুত্র অসিতকুমার মণ্ডল, সতীন পুত্রের স্ত্রী আই সি ডিএস কেন্দ্রের কর্মরতা কর্মচারিনী ভবানী মণ্ডল, ত্রিলোকেশ ঢালী নামক আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ প্রশাসনের নিকট দাবি জানান। সতীন পুত্র অসিত কুমার মণ্ডল বৃদ্ধা সুভাষিণী মণ্ডলের গর্ভজাত সন্তান নয়। কারণ অশোক কুমার মণ্ডল, ভক্তি মণ্ডল, বায়েন, গৌরী মণ্ডল, আশীষ কুমার মণ্ডল, পূর্ণিমা মণ্ডল প্রামাণিক বৃদ্ধা সুভাষিণী মণ্ডলের প্রকৃতপক্ষে গর্ভজাত সন্তান ও সন্ততিগণ সাগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করেন। এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এলাকার জনমানসে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তাঁরা এই অবৈধ দানপত্র দলিলটি নাকচের দাবি জানান।

এছাড়াও সর্বশান্ত বৃদ্ধা সুভাষিণী মণ্ডল তাঁর এইরূপ চরম দুরবস্থার ঘটনা লিখিত আকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী মহোদয়দের, স্থানীয় বিধায়ক, পুলিশ প্রশাসনের নিকট আবেদন করবেন বলেই মানসিক ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

কংগ্রেসের সংহতি ফুটবল উৎসব

মলয় সুর : কংগ্রেসের ১৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৬ ডিসেম্বর বৈদ্যবাটিতে বিএস পার্ক ময়দানে হুগলি জেলা কংগ্রেস কমিটি উদ্যোগে 'সংহতি ফুটবল উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮তম হুগলি জেলা কংগ্রেস আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে নতুন বছরের ৩রা জানুয়ারি। টুর্নামেন্ট চলাকালীন ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। ৮০০ জন ছোট ছোট শিশুরা তিনটি বিভাগে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। এই ফুটবল উৎসবকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মহলের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। তবে এই সমগ্র ফুটবল টুর্নামেন্টটি বৈদ্যবাটিতে কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বাধীন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এদিন বিকালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বর্তমানে সংসদ আবু খান হুসেন চৌধুরী (ডালুবাবু) কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র, কংগ্রেসের সাংসদ অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। প্রসঙ্গত, এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সোমেন মিত্র বলেন, তৃণমূলের বিপ্লব ফুরিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী মদন গোপাল মিত্রের ইস্যুতে সারদাকান্ডে ধৃতদের পক্ষ নিয়ে পথে নেমে সংবিধানের অমর্যাদা করছেন মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেসের দাগি নেতাদের সিবিআই গ্রেপ্তার করেছেন। আগামী দিনে আরও মাথা সিবিআইয়ের জানে আটক হবে। এরই পাশাপাশি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য্য বলেন, তৃণমূল দলটাই চোরেদের দল। আর রাজ্যের মানুষকে ধোঁকা দিতে শাসক দলের প্রধান পথে নেমে সংবিধানের অমর্যাদা করছেন। এই প্রথম রাজ্যের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি হল। শাসকদলের মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়া। যা রাজ্যের কলঙ্ক। দলের ভাবমূর্তিতে চুনকালি পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী তাই দিশাহারা হয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

উস্তিতে প্রতিবাদী দুই বোনকে ধর্ষণের চেষ্টা

মেহবুব গাজি : ডায়মন্ড হারবার : কটুক্তির প্রতিবাদ করায় দুই বোনকে বেধড়ক মারধর করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকদের বিরুদ্ধে। নিগৃহীতা দুই বোনকে ভর্তি করা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। এদের মধ্যে এক বোন এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার সন্ধেয় উস্তি থানার শঙ্করপুরের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাতেই ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। তবে ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই ঘটনার নিন্দা করছেন মীরাতুন নাহার, বোলান গাঙ্গুলি–সহ বিশিষ্টরা। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার।

ওইদিন সন্ধেয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রাইভেট টিউশন পড়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেইসময় এলাকার যুবক ছোটু, লালমোহন, সোনা সহ কয়েকজন যুবক রাস্তা আটকে মত্ত অবস্থায় নাচানাচি করছিল। ছাত্রীর চলন্ত সাইকেলে ধাক্কা লাগে কয়েকজন যুবকের। ছাত্রীও পড়ে যায়। এরপর ছাত্রী ওই যুবকদের নাচানাচির প্রতিবাদ করে বাড়ি চলে আসেন। অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ ঘিরে টানাপোড়েন চলছিল। এদিন সন্ধেয় ওই ছাত্রী তার জেঠতুতো দিদিকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার টিউবওয়েলে জল আনতে যাচ্ছিলেন। নিগৃহীতার দাদার অভিযোগ, এদিন সন্ধেয় জল আনতে যাওয়ার পথে ওই কয়েকজন যুবক হঠাৎ করে দুই বোনের ওপর চড়াও হয়। তাদেরকে ব্যাপক মারধর করে। মারধর করার পর দুই বোনের জামা, ওড়না ছিঁড়ে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করে যুবকেরা। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে দুই বোনকে উদ্ধার করে। এরপর দুই বোনকে প্রথমে ভর্তি করা হয় উস্তির বানেশ্বরপুর ব্লক হাসপাতালে। পরে ভর্তি করা হয় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে।

নিগৃহীতা ছাত্রী সন্ধেয় উস্তি থানায় আবার মারধর ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন নিগৃহীতার পরিবার সহ এলাকার বাসিন্দারা। তবে পুলিশ বিষয়টিকে পারিবারিক বিবাদে মারধরের ঘটনা হিসেবে দেখছে। দুপক্ষের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অর্ণব বিশ্বাস বলেন, পাশাপাশি দুটি পরিবারের দীর্ঘদিনের বিবাদ থেকে এই গণ্ডগোল। দুই পরিবারই অভিযোগ করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

মহানগরে

আকাশবাণী কলকাতার 'ক' বিভাগ এফ এমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আকাশবাণীর জনপ্রিয় 'বিবিধ ভারতী'র মিডিয়াম ওয়েভের অনুষ্ঠান গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে এফ এম (ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন) চ্যানেলে সম্প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগামী বছর খানেকের মধ্যে আকাশবাণী কলকাতার 'ক' বিভাগের অনুষ্ঠান মিডিয়াম ওয়েভের এফ এম চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হওয়ার প্রক্রিয়া জারি হলো। প্রসার ভারতীর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জহর সরকার ওই দিন দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিনস্থিত কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে প্রাথমিক রূপে ১০ কিলোমিটার ট্রান্সমিটারটির উদ্বোধন করে জানান, কেবল বিবিধ ভারতীই নয়, আগামী ২০১৫–এ আকাশবাণী কলকাতার 'ক' বিভাগের অনুষ্ঠানও এফ এম চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জহরবাবু বলেন, পুরানো প্রযুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ নিত্যদিনই ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে পড়ছে। বহু যন্ত্রাংশ পাওয়া যাচ্ছে না। সে জন্যই আকাশবাণীকে মিডিয়াম ওয়েভের সম্প্রচার থেকে এফ এম চ্যানেলে সম্প্রচারে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া জারি হয়েছে। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী কলকাতার 'ক' বিভাগের প্রত্যহ সকাল, দুপুর ও সন্ধে দিল্লি কেন্দ্র থেকে বাংলায় সম্প্রসারিত সংবাদে বেশ কিছু তথ্যমূলক, শিক্ষামূলক, 'এক্সক্লুসিভ' সংবাদ সম্প্রচারিত হয়। যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয় না। এছাড়াও আকাশবাণী কলকাতার 'ক' বিভাগে প্রত্যহ আট বারেরও বেশি গ্রামীণ সংবাদ, স্থানীয় সংবাদ ও জাতীয় সংবাদ সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও দিনে প্রায় ১৬ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়।

ত্রিফলায় মাসিক বিদ্যুৎ বিল সাত কোটি

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা মহানগরীর ১৪১টি পুর ওয়ার্ডে কমবেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গত আড়াই বছরে ১১ হাজারেরও অধিক ত্রিফলা আলো স্তম্ভ বসানো এবং একাধিক উচ্চবাতি স্তম্ভ যত্র তত্র উদ্বোধনের ফলে প্রায় ২০ বছর পূর্বের সিইএসসি ও কেএমসি–র মধ্যে মাসিক বিদ্যুৎ ব্যয়ের চুক্তির পরিমাণ বর্তমানে ভেঙে গিয়েছে। পুর সূত্রে খবর, ত্রিফলা বসানোর পরে মাসিক বিদ্যুতের বিল বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। কিন্তু ত্রিফলা বসানোর পূর্বে মাসিক বিদ্যুতের বিলের পরিমান ছিল প্রায় ২৩ কোটি টাকা। ২০ বছর পূর্বের পুরানো চুক্তিতে বলা ছিল নির্দিষ্ট মাত্রার তুলনায় অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই 'জরিমানা' দিতে হবে। পুর তথ্য বলছে, বর্তমানে এ মুহূর্তে পুর এলাকায় ১১২টি হাইটেনশন লাইন রয়েছে। এবং প্রতিবছরই পাঁচ থেকে সাতটি করে হাইটেনশন লাইন বাড়ছে। ফলত, বিদ্যুতের ব্যবহারও বাড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শহরে ত্রিফলা বাতি স্তম্ভ বসানো থামেনি। ত্রিফলা বসানোর ফলেই বিদ্যুতের বিল বাড়ছে, সেকথা সরকারি ভাবে স্বীকার করা হচ্ছে না। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মাসিক বিদ্যুৎ ব্যয়ের চুক্তির পর্যালোচনা হয়নি বলেই বিদ্যুৎ বিল বেড়েছে। উন্নয়নের কাজ হচ্ছে বলে বিদ্যুৎ বিল বাড়ছে।

জ্বালাও মনের বাতি...

সোমতাপস : নারী ও শিশুবিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা ও মহিলাদের সক্ষম করার তাগিদ যার মধ্যে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়ায় তিনি হলেন বিশিষ্ঠ সমাজসেবী মীরা বোস। যিনি প্রতিবারের মতো তার প্রতিষ্ঠান স্পর্শ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'নবজাগরণ ট্রেডফেয়ার'–এর আয়োজন করেন যোধপুর পার্ক নারী সেবা সংঘের কৌশিক হলে। গত ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ওই মেলায় সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন ভারত সরকারের মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনার সর্বরী দত্ত যুগের সাথে পোশাকের আধুনিকতার পরিবর্তনের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৩ জানুয়ারি – ৯ জানুয়ারি, ২০১৫

দেশ বিরোধী ছবি ছাড়পত্র পায় কি করে?

সম্প্রতি 'পিকে' নামে অভিনেতা আমীর খানের ছবি ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও বিক্ষোভ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে আবার উল্টোদিকে এই ছবিকে করমুক্ত করে রাজনীতির খেলাও হচ্ছে। মনরঞ্জনের মোড়কে দেশবিরোধী, কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আঘাত করা এবং দেশবরেণ্য মহাপুরুষকে রাজনৈতিক স্বার্থে বিকৃত করার ঘটনা ঘটেছে বারংবার। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর গান্ধি, শ্যাম বেনেগালের বোস দ্য ফরগটেন হিরো এই ছবি দুটির ক্ষেত্রে ইতিহাস বিকৃতির সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল। ফিল্ম সার্টিফিকেশন বার্ডের ছাড়পত্র সহজেই প্রযোজকরা আদায় করে নেন শাসক সম্প্রদায়ের বদান্যতায়। শিখ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে আরও একটি ছবি ঘিরে একদা পাশ্চাত্যে আগুন জ্বলেছিল।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'পিকে' ছবিটির অশ্লীল পোস্টার ছবি প্রকাশের আগেই বড় বড় রাজনীতিক সংবাদ পত্রের পাতা জুড়ে প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে আদালত পর্যন্ত ঘটনা গড়ায়। নামিদামি অভিনেতা অভিনেত্রী ভাল গীতিকার সুরকার দিয়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে ছবি তৈরি করা হয়। প্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী ভাবনা, সনাতন ঐতিহ্যকে খাটো করে দেশের অগণিত তরুণ প্রজন্মের কাছে দেশের সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেতনাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। 'পিকে' চলচিত্রে আমীর খান ভিনগ্রহ থেকে এদেশে এসেছেন। মূলত হিন্দুধর্মের দেবদেবী, আচারনুষ্ঠান, সংস্কৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে। কিন্তু ভালভাল সংলাপের সঙ্গে কৌশলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। সনাতন ধর্মের সর্বভূতে সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের দর্শন সম্পর্কে সম্ভবত 'অজ্ঞ' থাকার কারণেই নানা 'মজা'র দলে শিবলিঙ্গ, দেবী মূর্তি, মন্দির, গির্জা, মসজিদ সম্পর্কে কমবেশি ছোট করার প্রবণতা রয়ে গিয়েছে ভারতের মানুষ সর্বধর্ম সমন্বয়ে যেমন বিশ্বাস করে তেমন নাস্তিকতা অপছন্দ করে এসেছে। দেশের 'টিনএজার'দের মধ্যে সনাতনধর্মের প্রতি অবজ্ঞা গড়ে তোলার জন্যই শুধু নয় 'বন্দেমাতরম' ও 'ভারত মাতাকী জয়' এই দুটি পবিত্র ধ্বনিকেও সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকারের মুখে ব্যাঙ্গার্থে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন উদ্দেশ্যে তা সহজেই অনুমেয়।

আবার বলছি, মনোরঞ্জনের আড়ালে এই ধরণের ছবি যদি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে সৃষ্টি হয় তা ছাড়পত্র পায় কোন পথে? প্রথম সপ্তাহেই ছবিটি নাকি ২০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। প্রচার সর্বস্বতার এই সময়ে বাজার ধরার তাগিদে দেশের ঐতিহ্য অবৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে বিকিয়ে দেওয়ার অধিকার কোন শাসক, আধিকারিক দিতে পারেন না। প্রযোজক কিংবা অভিনেতা অভিনেতাদের জাতপাত দেখার দরকার নেই। সৃষ্টিশীল সৃজনশীল কাজের অজুহাতে দেশের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করার অধিকার কারুর নেই একমাত্র দেশ বিরোধী চক্রান্তকারীরা ছাড়া। মোদি সরকারে এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া জরুরী। কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই বেশিদিন সংযম পালন করতে পারেনি। ওই সিনেমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। উল্টোদিকে উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব এই সুযোগে 'পিকে' ছবিটিকে করমুক্ত ঘোষণা করে রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে একদা রাম রথযাত্রার কাণ্ডারী লালকৃষ্ণ আডবানি 'পিকে' ছবি দেখে নাকি খুব খুশি হয়েছেন বলে সংবাদ পত্রের খবর। ছবিটি তিনি যথাযথ দেখেছেন কিনা জানিনা কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া যদি এমন হয় তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর আবেগের ভাবনা। তসলিমা নাসরিন ছবিটি দেখার পর টুইট করেছেন যে এ ছবি যদি পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে হত তা হলে কী কাণ্ডই না ঘটত।

অমৃত কথা

৪১২ যারা সন্ন্যাসী হয়েছে, সংসারের বন্ধন হতে আপনি মুক্ত হয়েছে, তারা বনে গিয়ে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হবে, এটা বিচিত্র কথা নয়। কিন্তু যারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা মাতার সমস্ত কাজ করে মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে পারে, তাদের প্রতি ভগবানের অধিক কৃপা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

৪১৩ যে জীব সংসারে থেকে মনে মনে একবার হরিকে স্মরণ করতে পারে, ভগবান তাকে সুর বা বীর ভক্ত বলে।

৪১৪ পানাকে সরিয়ে দিলে আবার পানা এসে জোটে। মায়াকে ঠেলে দিলে আবার মায়া এসে জোটে। পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দিলে যেমন পানা আর আসতে পারে না, সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিলে আর মায়া আসতে পারে না। ঈশ্বর প্রকাশ থাকেন।

৪১৫ কোনো কুয়ায় এক ব্যাঙ ছিল। সাগর থেকে একটা ব্যাঙ কোন সময়ে সেখানে এসে পড়ে। কুয়ার ব্যাঙ তাকে বললে, তুমি যেখানে থাকো সে কত বড়? ব্যাঙ বললে, 'সে খুব বড়।' কুয়োর ব্যাঙ পা ফাঁক করে বললে, 'এত বড়, আমার পায়ের চেয়ে বড়?' সাগরের ব্যাঙ বললে 'ওর চেয়ে অনেক বড়।। কুয়োর ব্যাঙ এপার থেকে লাফিয়ে ওপারে গিয়ে বললে, 'এত বড়?' সাগরের ব্যাঙ বললে, 'না এর চেয়ে অনেক বড়।' তখন কুয়োর ব্যাঙ বললে, 'তোর কথা মিথ্যা, কুয়োর চেয়ে কিছু বড় কি আর আছে।' (ছোট মনের তুলনা; আমার ঠিক––আর সকলের ভুল।)

৪১৬ যার বিশ্বাস আছে, তার সব আছে। যার বিশ্বাস নেই তার কিছই নেই।

৪১৭ নেই নেই বললে কিছুই থাকে না। যে লোক সব বিষয়ে নেই নেই করে, সে লোক ভালো নয়।

৪১৮ কল্পতরুর মূলে বাস করে একজন মনে করছে আমি রাজা হই, অমনি সে রাজা হল। যেন সুন্দরী বৌ পাই, অমনি তাই পেল। তারপর তার মনে হল, যদি বাঘ এসে আমায় খেয়ে ফ্যালে, অমনি বাঘ এসে খেয়ে ফেললো ভগবানের কাছে থেকে 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি' মনে করতে নেই।

ফেসবুক বার্তা

আসন্ন পৌষপার্বণ উপলক্ষ্যে এখন থেকেই সাজ সাজ রব গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে। ফেসবুকে উঠে আসা এই ছবিটিতে এমনই এক মুহূর্তের ছবি ধরা পড়েছে। যাতে চাল শুকোতে দিতে ব্যস্ত বাড়ির গৃহিণীরা।

ভ্রষ্টাচারে বিধ্বস্ত গণতন্ত্র বিপন্ন ভারত

পর্ব ৫

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'এদেশ আমার স্বর্গ'। এ মাটি আমার কাছে সোনা।' আর আমাদের মন্ত্রী কেষ্টবিষ্টুরা স্বর্গকে নরকে পরিণত করেছে। মাটি অবশ্যই সোনা। এই সোনা গরিবের বেঁচে থাকার অলংকার না হয়ে সোনাকে লুঠ করে নেয় সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে ব্রিটেনের ধ্বজাধারীরা।

২০১১ সালে মহারাষ্ট্রের মুম্বই–এ কোলবায় আদর্শ হাউসিং সোসাইটি নামে ৩১ তলা বহুতল নির্মাণ করা প্রতিরক্ষা দপ্তরের অফিসার এবং কার্গিল ও অন্যান্য সীমান্ত যুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকের বিধবা পত্নীদের জনকল্যাণের স্বার্থে। বহুতলের জমি ক্রয় থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট বন্টন প্রতিটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতা–মন্ত্রী আমলা এমনকি প্রতিরক্ষা দপ্তরের সামরিক অফিসাররা আদর্শ হাউসিং দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিল। কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) তার রিপোর্টে উল্লেখ করে যে সরকারী আইনকে লঙ্ঘন করে সরকারের মন্ত্রী আমলারা যেভাবে জমি ক্রয় বিক্রয় করেছে তা আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। বিরোধী দলের আন্দোলনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে হাইকোর্টের বিচারপতি জে এ প্যাটেলের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশন তাঁর রিপোর্টে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বন, বিলাস রাও দেশমুখ, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে, শিবাজী রাও পাতিল এবং ১২ জন আমলা, সেনা বিভাগে ব্রিগেডিয়ার ওয়াংচু সহ একাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকার অভিযোগ তদন্ত কমিশন এবং সিবিআই তার হাজার পাতার চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। পরিস্থিতির চাপে অশোক চহ্বন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ইউপিএ (২) সরকারের প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিংহ ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হলেও তার দল কংগ্রেস এবং যারা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে সমর্থন করার ভার বহন করেছিল, তারাই দুর্নীতির বোঝা তখন প্রধানমন্ত্রীর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছে। কমনওয়েলথ দুর্নীতি আদর্শ কেলেংকারীর পর ২০১২ সালে কোল গেট বা কোল ব্লক বন্টন নিয়ে তাঁর দল এবং জোট এবং তৎসংলগ্ন মন্ত্রী, সংসদ সদস্যর নাম কেলেংকারীর নকশায় উঠে আসে। সেই সময় বিরোধী দল বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করে। অথচ বিজেপির সংসদ সদস্যও এই কেলেংকারীর সাথে যুক্ত ছিল বলে ক্যাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৪–১২ এই সময় ১৯৪টি কয়লা খনি বন্টন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়ে। ৪৪১ বিলিয়ন টন কয়লা বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বেসরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে যে স্বজন পোষণ করা হয় তার ফলে ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী ১.৮৬ লক্ষ কোটা টাকা দেশের রাজস্ব ক্ষতি হয়। ইউপিএ জোটের শরিকমন্ত্রীরা এই স্বজন পোষণ সাথে যুক্ত ছিল। কংগ্রেসের রাজ্য সভার সদস্য সজ্জ্বন জিন্দাল ব্যক্তিগত প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সংস্থা জিন্দাল স্টিলের স্বার্থে সস্তায় কোল ব্লক আদায় করে। এই সরকারের পর্যটন মন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায় ২০০৮ সালে এসকেএস ইস্পাত সংস্থাকে সস্তায় কোল ব্লক বরাদ্দ করার জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি এক চিঠি লেখে এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দিলে এই সংস্থা সস্তায় কোল ব্লক লাভ করে। কারণ এই সংস্থার সিইও ছিলেন সুবোধ ভ্রাতা সুধীর সহায়। বিজেপির রাজ্য সভার সদস্য অজয় সনচেট্টিকে ছত্রিশগড়ের কোল ব্লক তাঁর সংস্থা এসএসএসকে বরাদ্দ করা হয়। সরকারের ১০ মিলিয়ন ক্ষতি হয়। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতা প্রেম চাঁদ গুপ্তর দুই পুত্র ময়ূর এবং গৌরবের সংস্থা আইএসই কে সস্তায় মহারাষ্ট্রের মাকারডোকরা খনি থেকে ৭০–৭৪ মিলিয়ান টন কয়লা তোলার অনুমতি দেওয়া হয়।

সত্যম কেলেঙ্কারী, ২ জি স্পেকট্রাম, কয়লা ব্লক, আদর্শ কেলেংকারী সহ একাধিক দুর্নীতিতে ইউপিএ (২) সরকার ফেঁসে যাওয়ার ফলে ২০১৩ সালকে যদি গণতন্ত্রে দুর্নীতিতম বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। ভদ্র সুশিক্ষিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিংহর মতন ব্যক্তিত্বকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়ে ইউপিএ সরকার কার্যত তাকে অপদস্থই করেছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার মন্ত্রী প্রশাসনের মার্জিন লাইন হলেও দুর্নীতিকে দমন করতে পেরেছে। অবশ্য নরেন্দ্র মোদির দৃঢ়চেতা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়েছে।

১৯৪৮–২০১৩ ভারতীয় গণতন্ত্রের সুদীর্ঘতায় দেশ–জাতি গঠন প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারিতা সত্ত্বেও তা এগিয়েছে। কিন্তু পরিণত বয়সে হতাশা ক্রমশ গ্রাস করছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন হয় এ আমার কোন স্বাধীনতা? এই স্বদেশ মুক্তির জন্য আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও বিপ্লবীরা অমানবিক অত্যাচার সহ্য করেছিল। ব্রিটিশ অত্যাচারের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিপ্লবীদের স্যাঁত স্যাঁতে ছোট ঘরে বন্দি রেখে তিনটি কাটরা দেওয়া হত। একটা নুন ভাত খাওয়ার, আর একটি জল খাওয়ার তৃতীয় কাটরাতে মল–মূত্র ত্যাগ করার। ইতিহাসের এই অমানবিক বর্বোরচিত ঘটনাটা তুলে ধরে আমাদের দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত জালিয়াত নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভোট যুদ্ধে সস্তার জনপ্রিয়তার দ্বারা নির্বাচনে জিতে গণতন্ত্রের নাম করে এদেশ জনগণের সর্বনাশ কিভাবে করে চলেছেন। জীবনের যন্ত্রণা, এই ভ্রষ্টাচারি রাজনীতিবিদদের জন্য নয়, দেশ–জাতির মুক্তির আবেগে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের জন্য। এই নেতা থেকে ছদ্মপ্রেমিকরা যখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের জন্মদিন অথবা শহিদ দিবসে গলায় মালা পড়ায়, তখন অবাক লাগে না, মনের মধ্যে ক্ষোভ হয়। এই নেতাদের প্রতি ঘৃণা নয়, আত্ম–অপমান বোধ করি তাদের মুখে শহিদের আদর্শ মুল্যায়নে। রাজনৈতিক দলের নেতা–নেত্রীরা মন্ত্রী সংসদ বিষয়ক পদে আসীন হয়ে শপথ বাক্য পাঠ করার সময় 'সংবিধানের পবিত্রতা ও কর্তব্য নিষ্ঠারক্ষার কথা যে আসলে শঠতা, জুয়াচুরি, সাংবিধানিক ভ্রষ্টাচারিতা ছাড়া আর কিছু নয় তা সাধারণ জনগন বুঝতে পারে। 'যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ' এই আপ্তবাক্য উচ্চারণে গণতন্ত্রের বৃহৎ যাত্রা নির্বাচনে ভোট দেয়। ভোটে দিতে ক্ষমতার নৈবিদ্যের নাড়ু হয়ে স্বদেশ লুঠ করে। ২০১৩ সালে এমন দশ জন দেশ নেতা সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে, আর্থিক কেলেংকারীতে তারা আজ জনগণের নয়নের মণি। কমনওয়েল কেলেংকারীতে সুরেশ কালমাদড, ২জি স্পেকট্রামে এ রাজা করুণানিধির কন্যা কানিমোজির আর্থিক কেচ্ছা আলোচনা করা হয়েছে।

কেন্দ্রের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী শারদ পাওয়ার যে মুম্বই–এ জাল স্ট্যাম্প পেপার কেলেংকারীর নায়ক আবদুল করিম তেলেগির মাথা ছিল তা তদন্ত রিপোর্টে উঠে এসেছে। মুম্বাই হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে এই স্ট্যাম্প পেপার জালিয়াতির সাথে তিনি এবং তাঁর পরিবার যুক্ত ছিল। পাওয়ার নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে কয়েকশো কোটি টাকা জাল স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি করে আয় করেছে।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব দেশের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতা অপব্যবহার করে তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূদের নামে বেনামে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি প্রদত্ত করেছেন। মুলায়মের বর্তমান সম্পত্তির পরিমান ১৫,৯৬,৭১,৫৪৪ টাকা উত্তরপ্রদেশের আর এক প্রাক্তন মুখ্যবন্ত্রী বহুজন সমাজ পার্টি প্রধান কুমারী মায়াবতী ক্ষমতা অপব্যবহার করে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে। তাজ করিডোর মামলায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। বছরে তিনি নাকি ২৬ কোটি টাকা আয়কর দেন বলে দাবি করেছেন। মায়াবতীর বর্তমান সম্পত্তির পরিমাণ নাকি ১,১১,৬৪,২৪,৮৪০ টাকা। প্রশ্ন হল তাঁর এই বিপুল আয়ের উৎস কী?

রাষ্ট্রীয় জনতা দলের মাথা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে ৬৩টি মামলা ঝুলছে। ৯৫০ কোটি টাকার পশু খাদ্য কেলেংকারীর পাশাপাশি স্বজন পোষণের অভিযোগ আছে।

ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী মধু কোডার বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট দিয়েছে। বেআইনী ভাবে লাইসেন্স দেওয়ার কারণে ৪০০ কোটি টাকার কেলেংকারি মামলা রজু করা হয়েছে। কোডা এখন জেলবন্দি।

দুর্নীতি সাম্রাজ্যের অধিপতি তামিলনাড়ুর ডিএমকে অবিসংবাদিত নেতা করুনানিধি। দক্ষিণে দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান নবীকরণ করেছেন। টাকার বিনিময়ে ভোট কেনার খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। করুণানিধি তাঁর ছেলে মেয়ে দুই বৌ জামাই সবার জন্য স্বজন পোষণ করেছে। জোটের রাজনীতিতে তিনি দরকষাকষির খেলায় এনডিএ ও ইউপিএ সরকারের ওপর ব্ল্যাকমেলিং করে কয়েকশো কোটি টাকা কামিয়েছেন বলে অভিযোগ।

তামিলনাড়ুতে করুণানিধির চিরশত্রু এডিএমকে প্রধান জয়ললিতার বিরুদ্ধ ৪৩টি দুর্নীতির মামলা রুজু হয়েছে। জমি কেলেংকারী, রঙিন টিভি কেলেংকারী মামলায় চার্জশিট পেয়ে জেলে গিয়েছেন তিনি। তাঁর সম্পত্তির হিসাব ২৮ কেজি সোনা এবং হীরা যার মূল্য ৫১ কোটি টাকা। এছাড়াও ৯১টি হাত ঘড়ি, ১০,৫০০ শাড়ি, ৭৫০টা জুতোর দামই কয়েক হাজার কোটি টাকা।

দক্ষিণের কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা আর এক দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী। খনি কেলেংকারীর অপরাধে তিনি জেলের ঘানি টানছেন। এছাড়াও দুর্নীতির পাঁকে আরও অনেকে আছেন।

উল্টো সুরে অশনি সংকেত

পার্থসারথি গুহ

খারাপ সময়ে এলে নাকি মানুষের আনুগত্য বা বৈরিতা বেশি করে চোখে পড়ে। এই প্রবাদ বহুকাল ধরেই চালু রয়েছে। এমনকি শ্লোকে পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা একদম বিপদের মুহূর্তে মানে শ্মশানের মতো অন্তিম স্থানেও পাশে থাকেন তারাই প্রকৃত বন্ধু। দোস্তি মানে এই নয় যে খালি ভালো সময়ে পাশে থাকলাম আর খারাপ সময়ে এলেই পগার পার হলাম। যদিও এই ধরণের আপ্তবাক্য রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে একদমই খাটেনা। বরং রাজনীতিতে অ্যাডজাস্টমেন্টের শর্ত রচিত হয় ভালো সময় দেখলেই। অর্থাৎ ঝোপ বুঝে কোপ মারাটাই রাজনীতিবিদদের পরম ধর্ম। দল বা দলপতির যখন চরম ভালো সময় অতিবাহিত হতে থাকে তখন তার সঙ্গে সুর মেলাতে দেখা যায় অনেক কেষ্ট–বিষ্টুদের। আবার তারাই যখন গাড্ডায় পড়তে শুরু করে তখন আবার এই তথাকথিত মিত্ররাই সাইড নিতে শুরু করেন।

এ যেন রাজনৈতিক বাতাবরণের এক অমোঘ সত্য। খুঁজে দেখলে এমন ভুরি–ভুরি নথি উঠে আসবে সামনে। এই তো দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি যখন নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেন তখন তাঁর পাশে থাকার সেকি হুড়োহুড়ি। সেই রাজীবের বিরুদ্ধে যেই বোফর্সের অভিযোগ উঠল সেই আপাত বন্ধুরাই সরতে শুরু করলেন। এমনকি রাজীব মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এই বিদ্রোহের মাথা ছিলেন। যার পুরস্কার হিসেবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর তখতে পর্যন্ত আসীন হয়েছিলেন ভিপি সিং বলে অধিক পরিচিত এই মান্ডার রাজা। রাজীবের মতোই অগণিত উদাহরণ তুলে ধরা যায়। যাতে হয়তো এই পুরো পাতা ভরে যেতে পারে। কিন্তু না।

আজ অত বেশি আলোচনা না করে সোজা চলে আসছি আমাদের রাজ্যে এবং একেবারে টাটকা বর্তমানের হালচালে। বস্তুত সারদা কেলেঙ্কারিতে জেরবার রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এবং সেই দলকে ঘিরে ক্রমশ পালটে যেতে থাকা বিষয়সমূহই এই লেখনির মূল লক্ষ্য। সবথেকে বড় কথা সম্প্রতি গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেতে বসা দলের একেবারে শীর্ষ স্তর থেকে বেসুরো কথা শোনা যাচ্ছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় যখন দলের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন তখন তাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। এখন দেখে নেওয়া যাক সুব্রতবাবু ঠিক কি বিষয়ে মা–মাটি–মানুষের দলের লাইনের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। গণমাধ্যমের কল্যাণে ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী যেভাবে সমার্বতন মঞ্চে দাঁড়িয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননা ফিরিয়ে দিয়েছেন তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী।

এমনকি দলের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজের বক্তব্যে অনড় রয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরে এমন ফিসফাসও শুরু হয়ে গিয়েছে যে, 'সুব্রতদা ফের তাঁর খেলা শুরু করে দিয়েছেন।' প্রাথমিকভাবে দেখলে সুব্রত মুখোপাধ্যায় যেভাবে বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন তা একদম ঠিক। কিন্তু মূল বিষয়টা অন্য দিকের। তা হল এর আগেও তৃণমূল দল ভাঙার পিছনে মুখ্য কারিগরের ভূমিকা নিয়েছিলেন এই সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তখন তিনি মন্ত্রী নন। বস্তুত তৃণমূল তখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায়। তবে কলকাতা পুরসভার ক্ষমতায় আসীন তারা। বলাইবাহুল্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে গুরু দক্ষিণা দিয়ে কলকাতার মেয়র পর্যন্ত করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা।

কিন্তু পরবর্তী পুর নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই এক মনোমালিন্যকে কাজে লাগিয়ে দলছুট হয়ে এনসিপি'র ব্যানারে সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুচররা দাঁড়িয়ে পড়েন (যাদের মধ্যে ছিলেন এখনকার কংগ্রেস নেত্রী মালা রায় এবং পুরসভার বর্তমান মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারও)। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় মেয়র। তাঁর আমলে কলকাতা পুরসভায় যে কাজ হয়েছে তার ধারে কাছে আসতে পারবেও না কেউ। কিন্তু সেবারের নির্বাচনে অত ভালো কাজ সত্ত্বেও তৃণমূল এবং সুব্রতবাবুর বিক্ষুব্ধ অংশ ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এখনও বলা হয় যে সেবার বামফ্রন্টকে বোর্ড উপহার দেন সুব্রত। তারপর বিকাশ ভট্টাচার্যের মেয়র হওয়া ইত্যাদি তো এখন ইতিহাস। এহেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় যখন দলের লাইনের একশো আশি ডিগ্রি বিপরীতে গিয়ে মন্তব্য করছেন তখন তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয় তো বটেই। যেসময়ে রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে পদ্মফুলের উত্থান। একাধিক সাংসদ–নেতা চাপে হয় জেলে নয় ত্রাহি ত্রাহি রব করছেন। অন্যদিকে বিজেপি ২০১৬–বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো পোড়খাওয়া নেতার উলটো সুরে তৃণমূল সুপ্রিমো যে আশঙ্কার সিঁদুরে মেঘ দেখছেন না তা কি বুক ঠুকে বলা যায়। সুব্রতবাবুর না হয় এই ধরণের অবস্থানের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু যে সুগত বসুকে হাভার্ডের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সাংসদ করলেন মমতা তাঁর উলট–পুরাণ কী খুব ভালো বার্তা বহন করছে?

অথচ সাংসদ হওয়ার পর প্রথমদিকে সাংসদে দলের হয়ে তাঁর সুচারু বক্তব্য সারা দেশবাসীর মন জয় করেছিল। এমনকি তৎকালীন সময়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কট্টর অবস্থান নেওয়া সুলতান আহমেদ কিংবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে তৃণমূলনেত্রী এগিয়ে দিচ্ছিলেন এই উচ্চশিক্ষিত সাংসদকেই। সেই সুগত বসুর মুখে এখন বিবেক দংশনের সুর। অনেকটা যেন তাঁর যাদবপুরের পূর্বসূরী সাংসদ কবীর সুমনের ছায়া পরিলক্ষিত হচ্ছে সুগতবাবুর মধ্যে। সাফ ভাষায় দলের লাইনের পুরো উলটো রাস্তায় গিয়ে সারদা কেলেঙ্কারি এবং যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন তিনি। এই 'স–রাজে'আরও এক 'স' সাধন পাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন। তিনিও যাদবপুর নিয়ে দলকে পাশ কাটিয়েছেন। ফলে বিপদের গন্ধ কিন্তু পেতে শুরু করেছে কালীঘাট থেকে তৃণমূল ভবন।

পাঠকের কলম

হিংসা ও তার সমাধান

মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কের দিন ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তালিবানরা যেভাবে স্কুলের শিশুগুলিকে নির্মমভাবে গুলি করে দেহ ঝাঁঝরা করে দিল এতে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত ও শোকস্তব্ধ। এমনকি বাক্‌স্তব্ধও। শুধু নিন্দা এবং শোক প্রকাশ করে, মোমবাতি জ্বালিয়ে এর ব্যাথা দূর হবে না। বাংলা ও ইংরেজি অভিধানে ঘৃণা ও নিন্দার জন্য হয়তো নতুন শব্দ অভিধানে স্থান পাবে। জঙ্গি কার্য্যকলাপ এখন প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর জন্য সবদেশকে একত্র হয়ে ভাবতে হবে, নচেৎ এ ঘৃণ্য কাজ থেকে দমন করা যাবে না। রাজনৈতিক তিক্ততা ভুলে সবদেশের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক রেখে জঙ্গিদের কুকাজ বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক বিরোধ, সীমানা সংঘাত ইত্যাদি দ্রুত মিটিয়ে ফেলাও দরকার। এর জন্য সমস্ত দেশের সরকারকেই অর্থ খরচ করতে হবে। সেমিনার, মিটিং ইত্যাদি অবশ্যই করা দরকার। সমস্ত দেশের নেতা এবং নেত্রীরা যেন নিজেদের স্বার্থ না দেখে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখেন, তবেই কাজের কাজ হবে। সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান যত বেশি হবে তবেই এর সমাধান অনেকটাই সম্ভব হবে। মোট কথা বেকারত্ব থেকে অনেক সময়েই কু কাজ করার মানসিকতা জন্মায়। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত ধর্মের ধর্মগুরুরা তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু জনসাধারণের মধ্যে বোঝাতে সাহায্য করবেন। তবে কিছুটা হলেও খুন, লালসা, ক্রোধ ইত্যাদির নেশা দূর করা সম্ভব হবে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ দ্বারা সবাইকে আহ্বান করতে হবে। প্রেমের বাঁধনে হৃদয়কে জয় করতে হবে। নমস্কার এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলের জন্য রইল।

বীরু রায়, সিঁথি

সাজেশন ২০১৫
বিষয়–ইতিহাস

বর্তমানকে জানতে ইতিহাস পড়তেই হবে

প্রথম অধ্যায়

২ নং মানের প্রশ্ন

১। স্বত্ববিলোপ নীতি কী?

২। কবে কাদের মধ্যে সলবাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়?

৩। 'কর্ণওয়ালিশ কোড' কী?

৪। কে, কেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?

৫। শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি কবে এবং কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

৬। রেগুলেটিং অ্যাক্ট কী?

৭। অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতির দুটি শর্ত লেখ।

৪ নং মানের প্রশ্ন

১। টীকা: বেসিনের সন্ধি।

২। অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতির শর্তগুলি কী ছিল?

৩। স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝ?

৫ নং মানের প্রশ্ন

১। লর্ড ডালহৌসির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের তিনটি নীতি কী কী? এই সাম্রাজ্যবিস্তারের যে কোন দুটি নীতি বর্ণনা কর। ২+২+২

২। লর্ড কর্নওয়ালিশের সংস্কার সমূহ উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২নং মানের প্রশ্ন

১। সূর্যাস্ত আইন কী?

২। দাদনি প্রথা কাকে বলে?

৩। অবশিল্পায়ন বলতে কী বোঝ?

৪। সম্পদের নির্গমন বলতে কী বোঝ?

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের দুটি কার্য্যকাণ্ড লেখ?

৪ নং মানের প্রশ্ন

১। টীকা : রায়তওয়ারী ব্যবস্থা।

২। অবশিল্পায়ন।

৬ নং মানের প্রশ্ন

১। লর্ড কর্নওয়ালিশ কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন? বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব কী রূপ ছিল? (২+২+২)

২। দেশিয় শিল্পের অবক্ষয়ের কারণ আলোচনা কর? ভারতীয় অর্থনীতিতে বস্ত্র শিল্পের ধ্বংসের কী প্রভাব পড়েছিল? (৩+৩)

৩। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সনদ আইনের ফলে এদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্য নীতিতে কী পরিবর্তন এসেছিল? এদের অর্থনীতিতে এর ফল কী হয়েছিল? (৩+৩)

তৃতীয় অধ্যায়

২নং মানের প্রশ্ন

১। এনফিল্ড রাইফেল কী?

২। মহারাণীর ঘোষণাপত্র কী?

৩। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম কী?

৪। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুজন নেতা কারা?

৪ নং মানের প্রশ্ন

১। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহা বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ?

২। টীকা : ফরাসি আন্দোলন।

৬ নং মানের প্রশ্ন

১। কয়েকটি উপজাতীর নাম করো। কোল বিদ্রোহ কী? কী কারণে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। (১+২+৩)

২। মহা বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ লেখ?

চতুর্থ অধ্যায়

২ নং মানের প্রশ্ন

১। কে কবে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?

২। ব্রাহ্ম সমাজ কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন?

৩। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৪। 'সেফটি ভালভ' থিয়োরি কী?

৫। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি কী?

৬। নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কবে কেন পাশ হয়।

৭। উডের ডেসপ্যাচ কী?

৬নং মানের প্রশ্ন

১। ভারতসভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই সভার একজন প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখো। কী উদ্দেশ্যে ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়? ২+২+২

২। ইলবার্ট বিল–এ কী কী পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল? ইউরোপিয়রা এর বিরোধিতা করে ছিল কেন? ইলবার্ট বিল বিতর্ক থেকে ভারতীয় কী শিক্ষা লাভ করেছিল? (২+২+২)

পঞ্চম অধ্যায়

২নং মানের প্রশ্ন

১। স্বদেশি ও বয়কট বলতে কি বোঝ?

২। সুরাট বিচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৪। সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে?

৪ নং মানের প্রশ্ন

১। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের গুরুত্ব লেখ?

২। টীকা : অনুশীলন সমিতি।

৬ নং মানের প্রশ্ন

১। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল? কার্জনের এই পরিকল্পনা ভারতবাসী কেন মানতে পারে নি? বঙ্গভঙ্গ কবে রদ হয়? (২+২+২)

২। বিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবীবাদের মূল মন্ত্র কী ছিল? বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও ভগৎ সিংকে কেন মনে রাখা হয়? (২+২+২)

ষষ্ঠ অধ্যায়

২ নং মানের প্রশ্ন

১। সত্যাগ্রহ কী?

২। সেয়োজোভা হত্যাকাণ্ড কী?

৩। ডান্ডি যাত্রার গুরুত্ব কী?

৪। সীমান্ত গান্ধী কাকে কেন বলা হয়?

৫। লখনউ চুক্তির গুরুত্ব লেখ?

৬। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি কী?

৭। রাউলাট আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৮। অসহযোগ আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট লেখ?

৯। চৌরিচৌরার ঘটনাটি কী?

১০। নেহেরু রিপোর্ট কী?

৪নং মানের প্রশ্ন

১। টীকা : জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড।

২। গান্ধি–আরউইন চুক্তি।

৩। রাওলাট আইন।

৬নং মানের প্রশ্ন

১। সাইমন কমিশন কেন গঠিত হয়। এই কমিশন সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (২+৪)

২। স্বরাজ্য দলের দুজন প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখ? কী কারণে এই দলের উৎপত্তি ঘটে ছিল? এই দলের প্রধান দুটি কর্মসূচি উল্লেখ করো।

৩। অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যার্থতা আলোচনা কর?

সপ্তম অধ্যায়

২নং মানের প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদের অর্থ কী?

২। ফ্যাসিস্ট দল কে প্রতিষ্ঠা করেন? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩। জাতি সংঘের ব্যর্থতার দুটি কারণ।

৪। মুসোলিনি কেন আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন?

৫। ভাইমার প্রজাতন্ত্র কী?

৪নং মানের প্রশ্ন

১। জাতি সংঘের ব্যর্থতার কারণ সংক্ষেপে লেখ।

২। রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।

৬ নং মানের প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদ বলতে কী বোঝ? মুসোলিনির বৈদেশিক নীতির পরিচয় দাও।

২। তোষণ নীতি কাকে বলে? ঈঙ্গ–ফরাসি পক্ষ কেন জার্মান তোষণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন?

অষ্টম অধ্যায়

২ নং মানের প্রশ্ন

১। অলিন্দ যুদ্ধ কী?

২। ত্রিপুরী কংগ্রেসের গুরুত্ব কী ছিল?

৩। মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা কী ছিল?

৪ নং মানের প্রশ্ন

১। মাস্টারদা সূর্য সেন কেন স্মরণীয়?

২। ভগৎ সিং/অলিন্দ যুদ্ধ।

৬ নং মানের প্রশ্ন

১। ক্রিপস কী উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন? ক্রিপসের প্রস্তাবগুলি কী ছিল? কংগ্রেস কেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল?

২। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা কী? এর ত্রুটিগুলি লেখ।

৩। জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর বিরোধ ত্রিপুরী অধিবেশনে কী রূপ আকার নিয়েছিল ? করে। এই বিরোধ জাতীয় আন্দোলনকে কতটা প্রভাবিত করে।

৪। ১৯৪৬ সালে কী কারণে নৌ বিদ্রোহ ঘটে? এই বিদ্রোহের গুরুত্ব কী?

নবম অধ্যায়

২ নং মানের প্রশ্ন

১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা কী?

২। ভারতীয় সংসদের কয়টি কক্ষ ও কী কী?

৩। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীর কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার।

৪। রাষ্ট্রপতি কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

দশম অধ্যায়

২ নং মানের প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক বিচারালয় কী?

২। তৃতীয় বিশ্ব বলতে কী বোঝ?

৩। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কারা?

৪। ইয়াল্টা সম্মেলনের গুরুত্ব লেখ?

৪ নং মানের প্রশ্ন

১। টীকা : ঠাণ্ডা লড়াই, ট্রুম্যাননীতি।

৬নং মানের প্রশ্ন

১। আটলান্টিক চার্টার কবে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? এই চার্টারের গুরুত্ব কী? (২+২+২)

২। বাঞ্জা সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের নেতৃত্বদানকারী একটি দেশের নাম লেখ। পঞ্চশীল কী? (২+২+২)

১০ নং মানের প্রশ্ন

১। আফ্রিকার দেশ গুলির মুক্তি আন্দোলনের পরিচয় দাও।

প্রশ্নের মান ১০

১। উনিশ শতকে ভারতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব আলোচনা কর।

২। অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি নিবন্ধ আলোচনা কর।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ লেখ।

৪। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ আলোচনা করা।

৫। আফ্রিকার দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের পরিচয় দাও।

সোমনাথ জানা
মো : ৯৬৩৫৮৫৬০৭৮

জনসংযোগবৃদ্ধিই অপরাধ দমনের সাফল্যের চাবিকাঠি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

প্রায় তিন বছর এক মাস হচ্ছে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমাধীন গাইঘাটা থানার ওসি'র দায়িত্বে এসেছেন অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। এর আগে তিনি ছিলেন বারাসত ট্রাফিক ওসি–র দায়িত্বে। সাফল্যের সঙ্গে সেই দায়িত্বভার সামলেছিলেন অরিন্দমবাবু। সাফল্যের সেই ধারাকে বজায় রেখেই তিনি এই ক'বছর গাইঘাটা থানা প্রশাসনকেও সামলে চলেছেন। গত ২০১১–র নভেম্বরে গাইঘাটা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পদে এসেছেন তিনি। অরিন্দমবাবুর বরাবরই বিশ্বাস, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলাই বড় কথা। কারণ মানুষের জন্যই মানুষ। তাই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সহজ হয়।

গাইঘাটা থানা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্তবর্তী থানাগুলির একটি হওয়ার জন্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলক বেশি। প্রায় ২৪৯ বর্গ কিমি বিশিষ্ট এই থানা এলাকার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। বিওপি (বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট) রয়েছে ৮টি। অরিন্দমবাবু গাইঘাটা থানায় ওসি হয়ে আসবার পর এলাকার আইনশৃঙ্খলাকে সুদৃঢ় করতে জনসংযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কর্মসূচিগুলির মধ্যেও অন্যতম কর্মসুচি এই জনসংযোগ। এসত্ত্বেও গাইঘাটা অরিন্দমবাবুর আমলেই একাধিকবার উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। কারণ, সামাজিক দূষণ আজ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এই দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে, সমাজের প্রতিটি স্তরেই মানুষই।

অরিন্দমবাবুর আমলেই ঘটে সুটিয়ার বহু আলোড়িত বরুণ বিশ্বাস হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ড খবরের শিরোনামে চলে এলেও পুলিশের কাজে খামতি ছিল না। এই হত্যাকান্ডে জড়িত সমস্ত অভিযুক্ত (মোট ৮ জন)– দেরকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চাঁদপাড়ায় গৃহবধূ হত্যাকান্ডের মোট তিনজন অভিযুক্তই ধরা পড়ে। তাদের কাজ

এ সপ্তাহের মুখ

গাইঘাটা থানার ওসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

থেকে অস্ত্রও উদ্ধার করে পুলিশ। বাপি বিশ্বাস ওরফে মোটা বাপি হত্যাকান্ডের সমস্ত অভিযুক্তই গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ১৩টি অস্ত্র ও ৩২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। কলাসীমা স্কুলে কম্পিউটার চুরির ঘটনায় অপরাধী গ্রেপ্তার সহ কম্পিউটারগুলিকেও উদ্ধার করা হয়। চলতি বছরের গত জানুয়ারির একটি গণধর্ষণকান্ডে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনজন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাজাপুরে এক নাবালিকা হত্যার ঘটনায় জড়িত দুজন অভিযুক্তই গ্রেপ্তার হয়। আদালতে তাদের বিচার চলছে।

এহেন সাফল্যের সঙ্গে অপরাধ দমনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও নেপথ্য কারিগর হিসেবে দেখা গিয়েছে অরিন্দমবাবুকে। থানায় সৌন্দর্যায়নে থানার কার্যালয়ের সামনে প্রায় দু'কাঠা জমি জুড়ে তৈরি করেছেন এক হরেক রকমারি বাহারি ফুলের বাগান। ইছাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি করেছেন মহিলা ব্যারাক ও থানার ডাইনিং হল। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় তৈরি করেছেন থানায় মহিলাদের শৌচালয়। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণ করেন পুরুষ পুলিশকর্মীদের শৌচালয়। বিধায়ক সুরজিত কুমার বিশ্বাসের আর্থিক সহায়তায় থানার অভ্যন্তরে বসিয়েছেন সোলার লাইট। বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ গোবিন্দ নস্করের সাংসদ কোটার অর্থে থানার সামনে বসান হাইমাস লাইট।

এছাড়া থানা এলাকার বিভিন্নপ্রান্তে গঠন করেছেন আরজি পার্টি । সুটিয়া ও পাঁচপোতায় একটি করে পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে। ৭ জন এসআই, ৪ জন এএসআই, ৩০ জন কনস্টেবল ও বেশ কিছু সিভিক ভলান্টিয়ার কর্মী নিয়ে এলাকাবাসীর একজন কাজের ও কাছের আধিকারিক হিসেবে কাজ করে চলেছেন অরিন্দমবাবু। এজন্য যেমন স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তিনি প্রশংসিত, তেমনই পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সহ দলমত নির্বিশেষে কাজ করার সুবাদে মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশংসাভাজন অরিন্দমবাবু।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল সবসময়ই আলাদা নজরে থাকে প্রশাসনের। এইসব এলাকার শান্তি–শৃঙ্খলা মজুত রাখাও পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই ধরনের চ্যালেঞ্জ নিতে বরাবরই পছন্দ করেন এই ডাকাবুকো অফিসার।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভরসা : অভিষেক

কুনাল মালিক, আলিপুর : গত ১ জানুয়ারি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিড়লাপুর ৭৭–এ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজন করেছিল রক্তদান শিবিরের। শতাধিক পুরুষ মহিলা এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, তিল তিল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই তৃণমূল কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন। গত ৩৪ বছরে সিপিএম নানা অত্যাচার দুর্নীতি করে বাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর বাংলার সত্যিকারের উন্নয়ন শুরু হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মা মাটি

মানুষের সরকারকে অপদস্থ করতে নানা কুৎসা ও অপ্রচার শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে। ততই দল আরো চাঙ্গা হবে। অতীতে সিপিএম যখন অত্যাচার করত তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বোঝে যে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভরসা। তিনি পুরানো দিনের তৃণমূলীদের আহ্বান করেন। তাদের যেন কোন অমর্যাদা না হয়, তার জন্য নব্য তৃণমূলীদের সতর্ক করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ পুরসভার চেয়ারপার্সন ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্দুল কাশেম মোল্লা, ভাইস চেয়ারম্যান রহিম খান, জেলার যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুচান ব্যানার্জী প্রমুখ। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন বজবজ–২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক।

বিদায়ী বছরের পোস্টমর্টেম

একের পাতার পর

হাজতে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছেন অপর এক বঙ্গ সন্তান সাহারা কর্তা সুব্রত রায়ও। বহিস্কারের রাজনীতিতে বিদায় বছরে টেক্কা দিয়েছে রাজনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত সিপিএম। লক্ষ্মণ শেঠ এবং রেজ্জাক মোল্লাদের সোজা দল থেকে তাড়িয়েছে এই মার্কসবাদী। লালু–নীতিশের মিত্রটা এই বছর চোখে পড়লেও তৃণমূল–সিপিএম যুগলবন্দির একটা আবহ গড়ে ওঠাও খবর ১৪–র। ।

যেমন একের পর এক কু–বাক্য প্রয়োগে বিদায়ী সালে টক্কর দিতে দেখা গিয়েছে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, দুধকুমার মণ্ডলদের। বছরের শেষ পর্বে সারদা কাঁটায় জর্জরিত তৃণমূলের প্রথম দিকটা ভালোই কেটেছে অত্যন্ত লোকসভা ভোট সাঙ্গ হওয়ার পরেও। বিশেষ করে দেব, মুনমুন সেন, সন্ধ্যা রায়–সহ একঝাঁক তারকা সাংসদ রাজ্যের রাজনীতিতে ইতিহাস।

প্রয়াত হওয়ার সারিতে এই বছর বাঙালিকে ব্যাথিত করছেন সৈফুদ্দিন চৌধুরি, খুশবন্ত সিং, পিট সিগার, ইওসেবিও, নবারুণ ভট্টাচার্য, ফিরোজা বেগম, সদাশিব অম্রপুরকররা। ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্রের উত্তরাধিকার বহনে আবীর চট্টোপাধ্যায়ও এই বছর এক আবিষ্কার।

শেষপাতে পান দেওয়ার সময়ে একটা কথা চুপিচুপি বলেই ফেলি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ঢুকিয়ে ছাত্রদের মার খাওয়ানো উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর ইস্তফা বোধহয় নতুন বছরের সেরা খবর হতে পারে বাঙালির পাতে।

মৎস্যচাষি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : গত ৩০ ডিসেম্বর বজবজ–২ ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরের উদ্যোগে মৎস্য চাষি দিবস উদ্‌যাপিত হল। এই অনুষ্ঠানে ২৭জন মৎস্যজীবী মানুষকে প্রশিক্ষণের শংসাপত্র ও রঙীন মাছ দেওয়া হয়। মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন পঞ্চায়ত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। দক্ষিণ বাওয়ালি, বুড়ুল ও গজাপোয়ালী এলাকায় তিনজন প্রবীণ মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ১০০ জন মৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

নোদাখালী থানার আই সি বনগাঁ থানার দায়িত্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বনগাঁ থানার আইসি হচ্ছেন। নোদাখালী থানার আইসির বদলির খবরে নোদাখালী থানার আইসির বদলির খবরে নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটির সকল সদস্যই হতবাক। কারণ আই সি এক বছরও পূর্ণ করেননি এই থানায়। ইতিমধ্যেই তিনি থানা এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছেন। তিনি আসার পর সমন্বয় কমিটির কর্মসূচিও বেড়ে যায়, নানা সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচিতে তিনি সকল সদস্যকে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর এই হঠাৎ বদলির খবরে নোদাখালী থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও মনমরা। শান্তিনাথ পাঁজা বাইরে যতটাই কড়া ছিলেন, ভিতরে ভিতরে ততটাই মানবিক এবং নরম ছিলেন। সমন্বয় কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা যিনি নতুন আইসি আসছেন তিনি কি শান্তিনাথ পাঁজার মতো সমস্ত কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবেন?

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা – ২০১৫

পরিচালনায়: *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ই জানুয়ারী – ২৩শে জানুয়ারী ২০১৫
স্থান : সামালী, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা

১৫ই জানুয়ারী, ২০১৫

দুপুর ১২টা *বিষয়-আবৃত্তি*
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্য্যন্ত)
বিভাগ–খ (১০ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)
যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।

বিকাল ৪টা একক বরীন্দ্র নৃত্য
বিভাগ–সর্বসাধারণ

১৬ই জানুয়ারী, ২০১৫

দুপুর ১২টা *বিষয়-রবীন্দ্রসঙ্গীত*
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–খ (১০ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)
ক–বিভাগ এর বিষয়–যে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত,
খ–বিভাগ এর বিষয়–পূজা পর্যায়
গ–বিভাগ এর বিষয়–প্রেম পর্যায়
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩ টায় : বিষয়-একক সৃজনশীল নৃত্য
বিভাগ : সর্বসাধারণ। যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না।) সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারী, ২০১৫

সকাল ১১টা *বিষয়-বসে আঁকো*
বিভাগ–ক (৬বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বছসর পর্যন্ত)
প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৫ বৈকাল – ৪টায়।

নাম দেওয়া যাবে কোথায়

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী
সামালী বিবেক নিকেতন –২৪৯৫৯১৪৮/ ৮০১৩৫২৩০৯৫
বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪
মেহবুম গাজী – ডায়মণ্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫
রাজকুমার পরামানিক, রায়পুর – ৯০৫১১৩৩৪১৩
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস –৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা–২৭, (০৩৩) ২৪৭৯৮৫৯১

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন
কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪৯৮৯)

মিডিয়া পার্টনার – আলিপুর বার্তা, দৈনিকের সঙ্গে আজও পাল্লা দেয়

জ্যোতিষকমল, জ্যোতিষ জ্ঞানভারতী, তন্ত্রকুলসম্রাট এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত

(২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত বঙ্গীয় পুরোহিত সমাজ থেকে শ্রেষ্ঠ পৌরহিত্যাচার্য খেতাব জয়ী)

২০১১ সালে মালয়েশিয়ায় HRD মন্ত্রী দ্বারা সম্মানিত

বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শাস্ত্রীজী

সাংসদ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য মানপত্র ও স্বর্ণমুকুট দিচ্ছেন

মালয়েশিয়ায় সম্মানিত HRD মন্ত্রী দ্বারা

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী

গায়ক কুমার শানু

অভিনেত্রী সোনালী চৌধুরী

মাতৃসাধক তান্ত্রিক জ্যোতিষী তারাপীঠ সিদ্ধ

জ্যোতিষ ও তন্ত্র দ্বারা যে কোন সমস্যার সমাধান করা হয়।

অব্যর্থ ফলদানে সিদ্ধহস্ত (প্রমাণিত)। বিদ্যাক্ষেত্রে ও বিবাহে বাধা কাটাতে বিশেষ পারদর্শী।

বর্তমানের শ্রেষ্ঠ তন্ত্র জ্যোতিষী

শ্রীতপন শাস্ত্রী

প্রাক্তন ফুটবলার চুনী গোস্বামী ও বিধানসভার স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম

গায়ক অমৃক সিংহ আরোরা

রাজ্য লিগাল এড'স সার্ভিসেসের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীগীতানাথ গাঙ্গুলী

প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য

গায়ক পূর্ণদাস বাউল

প্রাক্তন টাটার কোচ শ্রীরঞ্জন চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে

বেহুলা সিরিয়ালের (সনকা) রূপাঞ্জনা মৈত্রর হস্তরেখা বিচার করছেন

প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জী

পরিচালক রাজা সেন

নিজ বাড়ী
১১/১১ সরকার হাট লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬১
(সরকার হাট কালীতলার কাছে)
প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা - রাত্রি ৮টা
রবিবার দুপুর ৩টে - রাত্রি ৯টা

✦ ✦ ✦

পশ্চিম মেদিনীপুর
কেরানীতলায় একান্ত আপন লজ
প্রতি সোমবার দুপুর ৩টে - সন্ধে ৭টা

হাওড়া ময়দান (জাগৃতি)
শরৎ সদনের বিপরীতে
শুক্লা মোটর ট্রেনিং স্কুলের পাশে
প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে - রাত্রি ৯টা

✦ ✦ ✦

সিথির মোড়
কালীচরণ ঘোষ রোড, আর.বি.টি. স্কুলের বিপরীতে,
বম্বে ডাইং শো-রুমের দোতলায়, কলকাতা-৭০০ ০৫০
প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৪টে - রাত্রি ৯টা

গড়িয়াহাট মোড়
ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার বিপরীতে
শতদীপ শপিং কম্পলেক্স-এর দোতলায় রুম নং ৫৫/১০০
প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে থেকে রাত্রি ৯টা

✦ ✦ ✦

কোলাঘাট
হাইরোডের পাশে শেরি-ই-পাঞ্জাব হোটেলের কাছে
ধর্মকাঁটার বিপরীতে তারা মা কমপ্লেক্সে নীরেন সেনগুপ্তর অফিসে
প্রতি সোমবার সকাল ১০-৩০ থেকে ১টা

বিঃদ্রঃ- প্রতি মঙ্গলবার দুপুর ২-২৫ মিনিট, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায়, শুক্রবার রাত ১০টায়, এবং রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় সৃষ্টি টেলিভিসনে Live অনুষ্ঠান অবশ্যই দেখুন

যোগযোগ : 2493-6004, 9830026370, 98313-50876, 9883162817

ওঁ

‘‘কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শুদ্র কেনে নয়।’’ চৈ.চ.স: ৮ম

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

আজকাল সমাজে জাতি, ধর্ম নিয়ে রাজনীতিবিদরা সমাজকে বিভাজন করছেন। সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে বিবাদ ছড়াচ্ছে, হিংসা ছড়াচ্ছে, কলহ তৈরি করছে এর ফলে আগামী দিনে সমাজে গৃহযুদ্ধ তৈরির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটা কোনও সমাজতত্ত্ববিদ বা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এটা হচ্ছে, চলছে, চলবে, আগামী দিনে গৃহযুদ্ধ বাধবে আমরা শত চেষ্টা করেও হয়ত এর প্রতিকার করতে পারবো না। জাত–পাত ভগবানের তৈরি নয় মানুষের তৈরি। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের মত গোষ্ঠি তৈরি করেছে।

এখন আবার নতুন সমাজতত্ত্ব দিয়ে সমাজে বিভাজন শুরু হয়েছে। যেমন আমি কমিউনিস্ট, আমি কংগ্রেস, আমি তৃণমূলী, আমি বিজেপি— এভাবে সমাজে রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজ বিভক্ত, এগুলি ভগবানের সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি। রাজনৈতিক তত্ত্ব সমাজকে কলুষিত করছে। বিষাক্ত করছে ও বিভাজন শুরু হয়েছে।

জেনে শুনে সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদ সমাজকে বিভক্ত করেছে। তাতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজকে ভাগ করে গেছেন–

‘‘চাতুর্বর্নং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম।।’’

প্রকৃতির তিনটি গুন (সত্ব, রজ, তমঃ) ও কর্ম অনুসারে ভগবান চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

যারা সত্ব গুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সংযত, ধীর, স্থির তারা— ব্রাহ্মণ, এরা সমাজের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি সম্পন্ন। এরা সমাজের শিক্ষার ভার নেবে।

এরপর শাসক সম্প্রদায় সৈনিকবর্গ এদের বলা হয় ক্ষত্রিয়—রজোগুন দ্বারা প্রভাবিত। এরা দেশ রক্ষার ভার নেবে।

তারপর ধনী সম্প্রদায়—এদের বলা হয় বৈশ্য—এরা রজো ও তমোগুনের দ্বারা প্রভাবিত এরা সমাজের অর্থনৈতিক ভার নেবে।

পরের স্তর শ্রমজীবি সম্প্রদায় এদের বলা হয় শূদ্র—এরা কম মেধাবী সম্পন্ন এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। সেবা মূলক কাজের ভার নেবে।

এভাবে ভগবান পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, বংশানুক্রমে জাত, পাত নয়, শুধুমাত্র গুণ ও কর্ম অনুসারে এই বর্ণ তৈরি করলাম। জাতি বা ধর্ম নয়, গুণ আর কর্ম ভিত্তিতে সমাজ বিভক্ত হওয়া উচিত এটা বৈদিক সিদ্ধান্তে। বংশ পরম্পরাক্রমে হওয়া উচিত নয়। গুণ ও কর্ম অনুসারে যে বর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়ে তা জনসমক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রদর্শন করিয়েছেন। একেবারে জাতি ও ধর্মের যে বিভেদ তিনি তার জীবনকালে উৎপাটিত করার চেষ্টা করেছেন তার জীবনের বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে।

সকল ধর্মের মানুষ, সকল জাতির মানুষ যদি হরিভক্তি অনুশীলন করেন তিনি মেধাবী, বুদ্ধিমান ও ব্রাহ্মণ সদৃশ বলে সমাজে পরিচিত হবেন।

যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর— তিনিই বৈষ্ণব। যেমন যবন হরিদাস— যিনি হরিদাস ঠাকুর বলে পরিচিত। তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ বার হরিনাম জপ করতেন।

‘‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।’’

শুধু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলেই তিনি যে ধর্মের বা যে জাতির বা বর্ণের মানুষ হোন না কেন তিনি পুণ্যাত্মা ও পবিত্র বলেই বিদিত হবেন। যেমন, হরিদাস ঠাকুর।

অদ্বৈতাচার্য ও মহাপ্রভু দুজনেই হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য পদবি দিয়েছেন। নবদ্বীপে কাজী সাহেব প্রথম দিকে দুর্দান্ত হরিনাম সংকীর্তন বিরোধী ছিলেন। একসময় কীর্তনে যোগদান কারীদের তিনি খোল ভেঙে দিয়েছিলেন। গদাধর দাস হরিধ্বনি করতে করতে একদিন কাজীর বাড়িতে আসলে, কাজী তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন গদাধর বললেন, আপনাকে হরিনাম বলাইতে আসিয়াছি। কাজী বললেন, গদাধর আজ বাড়ি যাও, কাল আমি হরিনাম বলিব। কাজীর মুখে হরিশব্দ শুনিয়া গদাধর বলিলেন, আর কাল কেন এখনই তো তুমি হরি বলিলে। এই কাজী পরবর্তী কালে পরম সুখে হরিনাম জপ করতেন এবং মহাপ্রভুকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, যে তার বংশের কেহ কোনদিন হরিনাম সংকীর্তনে বাধা দেবেন না, না না।

এভাবে কাজী সাহেব হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পরম বৈষ্ণব হয়ে আনন্দে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন।

এছাড়া আফগান পাঠানরাও মহাপ্রভুর সংস্পর্শে পরমভাগবত হয়ে পাঠান বৈষ্ণব বলে পরিচিত হন।

রামানন্দ শূদ্র ছিলেন, তিনি হরিনামের মহিমা প্রচার ও হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

নরোত্তম দাস ঠাকুর কায়স্থ ছিলেন, তিনিও হরিনামের প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

শ্যামানন্দ জাতিতে সদগোপ ছিলেন, তিনি নামের গুনে পরম বৈষ্ণব হয়ে বহু ব্রাহ্মণকে মন্ত্রশিষ্য করেছিলেন।

চৈতন্য লীলা, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ থেকে আমরা ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাব, যেখানে মহাপ্রভু ভাগবত এবং শ্রীমৎ ভাগবদ গীতার মূল উদ্দেশ্য কিভাবে ব্যবহারিক প্রয়োগ করে সমাজে সমস্ত বিভেদ দূর করেছেন।

ভগবান গীতায় ৯/৩০ শ্লোকে বলছেন,
অপি চেৎসুদূরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।

আবার ৯/৩২–এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শুদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিং।।

এই দুটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যারাই হরিনাম সংকীর্তন করবেন তারা তার প্রিয় হবেন। তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ ও রাজনৈতিক গন্ডীর উর্দ্ধে গিয়ে সমাজে এক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বললেন, ‘হে পার্থ যারাই আমাকে আশ্রয় করবেন তারা স্ত্রী হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক বা কোনও নীচ কুলে জন্মলাভ করুক, যদি তারা আমার ভজনা করেন তারা অতি শীঘ্র মহাজ্ঞানী ও যোগীদের চেয়ে অধিক গৌরবান্বিত হবেন। অত্যন্ত অধম যোনিজাত কুকুরভোজী চণ্ডালও ভগবৎ ভজনে সাধুতে পরিণত হন।অতি দূরাচারি পাপিষ্ঠ ও যদি ভগবৎ ভাবনায় নিয়োজিত হন, কৃষ্ণভাবনামৃত পান করেন সে অচিরেই ধর্মাত্মায় পরিণত হবেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। কারন এগুলি ভগবানের প্রতিশ্রুতি। তিনি এভাবে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। পাপী তাপী যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই। মহাপাপী মহাঘাতক জগাই মাধাই যিনি রাগ বশত প্রভু নিত্যানন্দকে কলসীর দ্বারা মস্তকে আঘাত করেছিলেন তিনি কৃষ্ণনামের গুনে পরম ভাগবত হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ তাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন এই বলে, মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণভাবনায় তারা উদ্ধারিল। তাই তো চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে গীতার কথা একই সুরে এবং একই তালে ছন্দ মিলিয়ে বলা হয়েছে

‘‘কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী, শুদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।।’’

যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত, যিনি কৃষ্ণ ভজনে পারদর্শী, যিনি কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞ। তিনিই গুরু হবার অধিকারি। তিনি যে ধর্মের লোক হোন না কেন।

ব্রাহ্মণ গুরু হবে শূদ্র গুরু হবেনা এ তত্ত্ব যেমন গীতায় খন্ডন করা হয়েছে তেমনই মহাপ্রভু তার ব্যবহারিক জীবনের লীলার মাধ্যমে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ভাগবদ্ কথামৃত ও গীতার বাণী সব একে অপরের পরিপূরক।

গীতায় বলা হয়েছে

‘‘মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্করু।
মামৈবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়নঃ।।

মনকে ভগবদ্ ভাবনায় নিযুক্ত করো। ভগবানের ভক্ত হও। তাকেই প্রণাম করো ও তাকেই পুজা করো। তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করবে। এটি ভগবান আমাদের কথা দিয়েছেন। যে কেউ এ কাজ করতে পারেন। যে কোনও ধর্মের যে কোনও বর্ণের মানুষ পারেন। এভাবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভগবানের উপাসনা যে কেউ করতে পারেন। তাহলে সে পরম সুখী হবেন। সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। ওঃ শান্তি।

শ্রীমদ্ভাগবৎগীতায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে পরম সুখের যে সন্ধান দিয়ে গেছেন। মহাপ্রভু পরবর্তী কালে তার বাস্তব রূপ দান করেন আচণ্ডালে তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রদান করে গেছেন। পরবর্তীকালে এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বাণী প্রত্যক্ষ অনুসরণ করে সারা বিশ্বে মহাপ্রভুর বাণীর সত্যতা প্রচার করেছেন। মহাপ্রভু এক জায়গায় বলেছেন,

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।

আজ সারা বিশ্বে প্রায় প্রতিটি নগরে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং সেখানে সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের লোকেরা হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন আনন্দময় করে তুলেছেন। এই হরিনাম যজ্ঞে একদিকে যেমন সাদা চামরার মানুষও আছেন অপরদিকে তেমন কালো চামরার আফ্রিকানও আছেন। সবাই সব ভেদাভেদ ভুলে এক সাথে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজে এক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রিস্টান নই— সবাই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর আমাদের পিতা তাই তার জয়গান করে আমরা সুখী হব ও শান্তিলাভ করবো। ওঁ শান্তি।

প্রান্তিক এলাকার প্রতি কটু মনোভাব

দীপককুমার বড় পণ্ডা

শীতের সকাল। ভিড়ে ঠাসা ট্রেনটা স্টেশনে ঢুকল। কোনোরকমে বডিটা ভেতরে পুশ করে দিলাম। সঙ্গে এক পরিচিত। তাঁর এই ভিড়ে যাতায়াতের অভ্যেস নেই। তাও উঠতেই হল। উঠে দাঁড়িয়েছি। দেখলাম, এরমধ্যেই কিছু মানুষ গুলতানি করছেন। এখনতো ট্রেনে একটাই বড়সড় আলোচনার বিষয় ‘সারদা’। সারদা কেলেঙ্কারি। ওঁরাও এই বিষয়েই বিশেষজ্ঞের মতামত দিচ্ছেন। যেমন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়–এর কী করা উচিৎ ছিল এই অবস্থায়। কত টাকা এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। সিবিআই কী করতে পারে। আলোচনার বিষয় এইসব। একজন বললেন, ‘এই বাজারে যে পেরেছে কামিয়ে নিয়েছে। কোথাকার মেদিনীপুরের জঙ্গল থেকে এসে শঙ্কুদেব পাণ্ডাও মোটা টাকা কামিয়ে নিয়েছে।’ কানটা চড়চড় করে উঠল। মেদিনীপুরের জঙ্গল মানে উনি বলতে চাইছেন মেদিনীপুর জেলাটা জঙ্গলে। বেশ প্রান্তিক জেলা, এই আর কি! কিন্তু, শঙ্কুদেব তো জঙ্গলমহলের নয়, তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের। আমার সহযাত্রী পরিচিতজন এই মন্তব্যটা ভালোভাবে নেননি। তিনি উত্তেজিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ‘এইসব ভদ্রলোক (?) যখন কথা বলেন, তখন খেয়াল করেন না, কোনো অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক সাবধান হওয়া দরকার। শঙ্কুদেব পাণ্ডা অন্যায় করেছে কি করেনি, কিংবা সে কেমন মানুষ এসব বিচার করবে আইন আদালত। এইসব বিষয়ে কারোর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। কিন্তু, মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে এইভাবে মন্তব্য করা কি ঠিক?’ তিনি এবার সরাসরি আলোচকদের বললেন, ‘শঙ্কুদেব সম্পর্কে যা পারেন বলুন, মেদিনীপুর জেলা নিয়ে কোনো কথা বলবেন না।’ এঁদের একজন মস্করা করে বললেন, ‘কেন শঙ্কুদেব কি মেদিনীপুরের নয়?’ ‘তাতে কী হয়েছে? সে তো মেদিনীপুরে বহু মনীষী জন্মেছেন। এখনও তো বহু বড় বড় মানুষ ওই জেলায় আছেন। কোনো একটা মানুষের জন্য একটা জেলাকে খারাপ কিংবা ভালো বলা উচিৎ নয়।’ আলোচনার মোড়টা ঘুরে গেল। পরিচিতজন গজগজ করতে করতে নেমে গেলেন দমদম স্টেশনে।

যাওয়া আসার পথে পথে

মন্তব্যকারীরা ওঁর বক্তব্যের সূক্ষ্মতাটা বুঝলেন কিনা জানিনা। এলাকা ধরে গালিগালাজ করা, আলটপকা মন্তব্য করার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখেছি। যেমন, কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচক থেকে ফিরছিলাম। ট্রেনেই কয়েকজন অধ্যাপিকার সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা কলকাতা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচক এলাকার একটি কলেজে পড়াতে আসেন। জানতে চেয়েছিলাম, এত দূর থেকে যাতায়াত করেন, এখানে থাকেন না কেন? উত্তরে জানিয়েছিলেন, ‘বাড়িতে অনেক অসুবিধা আছে। এর ওপর কি জানেন, এখানে থাকা যায় না।’

– কেন? জানতে চাই।

– কেন, আবার কী? এখানকার কালচার যা, তাতে আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।

– কেমন?

– এই ধরুন, আমি একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকতাম। ওরা ভাত বেশি খেত, আর তরকারি কম। তরকারিতে আবার টক থাকবেই। ছি: ছি:, সব মাখিয়ে ফেলল, দিয়ে মুখে পুরে দিল। আবার কেউ নেমন্তন্ন করতে এলে বলবে, আজ বাড়িতে রান্না বন্ধ। তাতেই সবাইকে চলে যেতে হবে খেতে। আলাদা করে অন্যদের কিছু বলবে না।

ভদ্রমহিলার মুখ–চোখ কেমন ঘিন ঘিন করে ওঠে। আবার বলতে শুরু করেন, ‘এখানে কোনো মেলা হলে তো যাত্রা হবেই। আর সেই যাত্রা দেখতে যাওয়া মানে বিভীষিকা। একবার সন্ধ্যেবেলায় ঘরের মধ্যে বসে আছি, বাইরে থেকে আওয়াজ পেলাম, রে রে করে কারা দৌড়ে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, ছেলে–মেয়ে দল বেঁধে যাত্রা দেখতে যাচ্ছে। সন্ধে হলে চারদিক অন্ধকার হয়ে যেত। বুকটা ছমছম করত। এখানেতো ভূত থাকে, কোনো মানুষ থাকে? এইসব দেখতে দেখতে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক করলাম, আর থাকব না।’

একটা বীরত্বের হাসি তাঁর গলায়। এবার তাঁর আর এক সহকর্মী বলতে শুরু করেন। ‘জানেন, আমি যখন এখানকার গ্রামে থাকতাম, তখন আমার হাজবেন্ড একবার আসছেন কলকাতা থেকে। বাসটায় বেশ ভিড়। কিছুক্ষণ পর উনি একটা সিট পেলেন বসার। পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়েছিল। ওর হাতে দুটো হাঁস। সেই মহিলা আমার স্বামীর হাতে দুটো হাঁস ধরাতে গেল। উনি নেবেন না বললেন। মহিলাটা বলল, তবে তুমি আমাকে বসতে দাও। ভাবুন, কী কান্ড! আমার স্বামী অবশ্য সিটও ছাড়েনি, আর হাঁসও ধরেনি।’

এইভাবে নানাজনের নানা অভিজ্ঞতা গ্রাম সম্বন্ধে। এঁরা এই গ্রামগুলোতেই চাকরি করতে আসেন। এখানকার ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষার দায়িত্ব এঁদের। কিন্তু এঁরাতো এখানকার সংস্কৃতি, এখানকার মানুষ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল নন। পারবেনতো আমাদের গ্রামবাংলার ছেলে–মেয়েদের শিক্ষিত করতে? আমরা দেশবিদেশের ইতিহাস–ভূগোল পড়ি, পড়ি না আমাদের রাজ্যের ইতিহাস–ভূগোল, জানিনা আমাদের রাজ্যের সব জেলাগুলির সংস্কৃতি। আর সেই কারণেই বিভিন্ন জেলা সম্বন্ধে আমাদের নানারকম উন্নাসিকতা। হয়তো সেই কারণেই কলকাতা থেকে দূরের জেলাগুলির বঞ্চনা বাড়ে, আর যখন সেই বঞ্চনার প্রতিবাদ হয়, তখন শুরু হয় নতুন ঝামেলা। আমরা নিজের এলাকাটাকে, নিজের রাজ্যটাকে বোঝার চেষ্টাটা অন্তত শুরু করি। আঞ্চলিক আন্দোলনগুলোর বীজ লুকিয়ে থাকে এই অবহেলার মধ্যে।

শিক্ষাবিদ ড: কাননবিহারী গোস্বামীর সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১২ নভেম্বর বুধবার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মঞ্চে সম্বর্ধিত করা হল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড: কাননবিহারী গোস্বামীকে। উপলক্ষ্য ছিল ড: গোস্বামীর ৭৫তম জন্মদিবস পূর্তি এবং একটানা শিক্ষক জীবনের ৫৪তম বর্ষে পদার্পণ। ড: গোস্বামীর প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা ও সহকর্মীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণবেদান্ত মঠের সম্পাদক শ্রীভম স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রী অশোক চৌধুরী।ড: সুমিত্রা চৌধুরী, ড: প্রণব রায়, এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বক্তারা সকলেই ড: গোস্বামীর জীবনের

নানা দিক তুলে ধরলেন। যে সব স্বনামধন্য অতিথিরা গান, শ্রুতি নাটক, কবিতা পাঠ ও বক্তব্যের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুললেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড: মীনাক্ষি সিংহ, ড: স্বস্তি মন্ডল, ড: কানাই সেন, ড: শ্যামল রায়, ড: সোমা বসু, ড: শবনম বেগম, ড: শেখ কামালউদ্দীন, ড: রুমা মিত্র, ড: ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য, ড: কালীপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসরোজমোহন গোস্বামী প্রমুখ। ড: গোস্বামীর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, শিবাশিস সেনগুপ্ত, সৌমেন রায়, অভিষেক নস্কর, শিল্পা পাত্র, রিজিয়া সুলতানা, আবেদা সুলতানা, নাফিসা আলি এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সার্থকভাবে সামলেছেন প্রখ্যাত শিখাবিদ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড: শঙ্কর ঘোষ। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে ড: কাননবিহারী গোস্বামী আবেগ আপ্লুত কন্ঠে তাঁর কৃতজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটির আয়োজনে সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাগৃহে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন কবি–সাহিত্যিক থেকে সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্তরা। এছাড়াও আদিবাসী সমাজের জন্য প্রকাশিত লাহান্তি পত্রিকার সম্পাদক স্বপন প্রামাণিককেও এই অনুষ্ঠানে ভূষিত করা হয়। সংবর্ধনা প্রাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বাংলাদেশের কবি ও সাংবাদিক শাহনওয়াজ পরভিন শান্তি। এছাড়াও পুরস্কৃত হয়েছেন লেখিকা শিখা চক্রবর্তী, কবি স্বপন মজুমদার, চিত্রসাংবাদিক উৎপলকুমার রায়, সাংবাদিক ভেঙ্কটেশ ত্রিপাঠী, বক্সিং কোচ কৃষ্ণ রাউত, চিকিৎসক ইন্দ্রশেখর রায়।

আগামী ২৬ জানুয়ারি নদিয়া জেলার তাঁতিগাছিতে প্রশান্ত ঘোষ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনে ক্যালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে আরও একটি কবি সাহিত্যিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার তরফ থেকে কলকাতা তথা রাজ্যবাসীর কাছে বিশেষ আবেদন করা হয়েছে।

‘জননী এসেছেন দ্বারে’

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে যখন সারা বিশ্বজুড়ে সারদাদেবীর পূন্য ভাবধারায় স্নাত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন। প্রতিষ্ঠান সেই বিশ্বমাতৃকে সম্মুখে রেখে পূজা অর্চ্চনার আয়োজন করেছে। সেই পূণ্যতিথিতে শুধুমাত্র হোম, যজ্ঞাদি করে সেই দিনটিকে পালন করেনি। বেহালা বিবেকভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বর্তমান সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ঐদিন সন্ধ্যায় একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে নারী জাগরণে শ্রীশ্রীমা শীর্ষক নামে। দমিনে যখন এভাবে ত্যাগ, সেবা, সংহতির ভাবের উল্লেখ যোগ্য চিন্তার ধারা প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। তখন উত্তরে খোদ স্বামী বিবেকানন্দদের পৈতৃক আবাসের নিকট কৈলাস সারদা সংহতির আয়োজনে দুদিনব্যাপী জগন্মাতা সারদাদেবীর ১৬২তম জন্মোৎসব ও শিব পূজা সহ প্রভু যীশুর প্রার্থনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ ও ডাফ্ চার্চ আচার্য কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় ভাষণ ও প্রার্থনা সঙ্গীত ও অন্যান্য দান ধ্যানের অনুষ্ঠানটির মধ্যে জনমানসে এক সর্বধর্ম সমন্বয়ের ছবি খুটিয়ে তুলতে পেরে সংগঠনের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মুস্তাফী ও সোমা বাসু অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

মাঙ্গলিকী

জাদুকর দেবের আকর্ষণীয় জাদু প্রদর্শনী

চলচিত্র জগতে যেমন ‘দেব’ নামটি আজ অতি সুখ্যাত নাম, তেমনি বাংলার বর্তমান জাদুজগতে এক প্রতিভাবান পেশাদার জাদুকরের নামও হল ‘দেব’ (আসল নাম দিব্য গুহ)।

খুব ছোটো থেকেই জাদু কলায় আগ্রহ ছিল দিব্য গুহের। পি সি সরকার জুনিয়র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জাদুকরদের জাদু প্রদর্শনী দেখেই তিনি নিজস্ব ধারায় জাদু প্রদর্শনী গড়ে তোলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী শুরুও করেন। পরে কিছুদিন বরিষ্ঠ জাদুকর, জাদু প্রশিক্ষক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে বিখ্যাত ইংরেজি জাদু গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে থাকেন; এইসব রত্নতুল্য গ্রন্থগুলি থেকে বহু খেলা নিজের প্রদর্শনীতে নিজস্ব শৈলীতে মঞ্চে উপস্থাপন করে জাদুকর হিসাবে আরও সুনাম অর্জন করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে শুরু করলেন পেশাদারি জাদুজীবন। অল্পদিনেই বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ‘জাদুকর দেব’ হিসাবে কর্পোরেট অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সফল পেশাদারি জাদু প্রদর্শনী দিতে শুরু করেন। বর্তমানে বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতাবলেই আই.টি জগতে অতি ব্যস্ত কর্মজীবন শুরু করেছেন। তবে পেশাদারি জাদু প্রদর্শনী বন্ধ হয়নি। তাই গত ১৪ই নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে লরেটো ডে স্কুলে বিচিত্রানুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল জাদুকর দেবের অতি উজ্জ্বল জাদু প্রদর্শনী যার

সংবাদ ইতিমধ্যেই রঙীন ছবি সহ একটি বিখ্যাত দৈনিক ইংরাজি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে উল্লেখ্য জাদু নিয়ে নিয়ত অধ্যায়নের ফলে মাঝে মাঝে জাদুকরদের আসরে তিনি চেনা খেলা অন্যভাবে দেখিয়ে জাদুকরদেরও চমক লাগিয়ে দেন। গত বছর বড়িশা জাদু আড্ডায় তিনি এই রকমই একবার একটি খেলা দেখিয়ে অতি অভিজ্ঞ জাদুকরদের চিন্তার খোরাক জুগিয়ে দেন। জাদুকর দেব অবশ্যই দূরদর্শনের অনুষ্ঠানেও জাদু দেখিয়েছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটি বিখ্যাত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনায় সিকিম সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাদু প্রদর্শনী করে এসেছেন। সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, আগামী দিনে ‘জাদুকর দেব’ এই নামটি ও তাঁর বিবিধ জাদুপ্রদর্শনীর সংবাদ আমরা বিভিন্ন কাগজেই পড়ব—জাদুকর দেবের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শারদ সাহিত্যে আন্তরিক প্রয়াসের ছাপ

আকাশ বলাকা

(রবীন্দ্র আবাসন, কেওড়াপুকুর কাঠপুল, কলকাতা–৮২) (সম্পাদক– সুনীল গুহ)–একটি নতুন লিটল ম্যাগাজিন ভূমিষ্ঠ হল ১৪২১–এর শারদ–কালে। ষান্মাষিক এই পত্রিকাটি ছিমছাম, চাকচিক্য–বিহীন কিন্তু আন্তরিক প্রয়াসের ছাপ চোখে পড়ল। উল্লেখ করার মতো একঝাঁক কবিতা উপহার দিয়েছেন রত্নেশ্বর হাজরা, তারাশঙ্কর দত্ত, প্রদীপ গুপ্ত, অনন্যা মিশ্র, আরতি দে, শান্তনু মিত্র, বিধান সাহা, উদয় চক্রবর্তী, প্রদীপ সাহা, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। দুটি ছোট গল্প রয়েছে, যদিও সে দুটি পাঠকদের নতুন কিছু উপহার দেয় না। অতি সরলিকৃত ঘটনা বর্ণন এ–দুটির কোনওটিকেই গল্প হয়ে উঠতে দেয়নি। বিনয় দত্তের সাতকোশিয়া ভ্রমণ কথা বেশ মনোগ্রাহী। সুকুমার মন্ডলের রম্য রচনাটিতে মান–সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে গিয়েছে, এতে যদি একটুও আমাদের হুঁশ ফেরে! একটি নিবন্ধ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অচলিত সংগ্রহ শিরোনামে। লেখক নীল নক্ষত্র সম্ভবতঃ ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতেও ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তাহলে! নীল নক্ষত্রের লেখা একটি পাতাজোড়া দীর্ঘ কবিতা পত্রিকার শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কবিতাটির প্রথম ছত্রটিই নিটোল কবিতা হয়ে উঠেছে, বাকি ছত্রগুলির কি খুব দরকার ছিল!

অরূপ রতন

অধিনায়কত্বের সোপান গড়ছেন কোহলি

অজিদের পাল্টা মারে প্রত্যাঘাত বিরাটের

কমল নস্কর : ভারতীয় ক্রিকেটের হালফিলের রক্ষাকর্তা যদি কেউ থাকে তা হলে নিশ্চয়ই নাম উঠবে বিরাট কোহলি এবং অজিঙ্ক রাহানের। যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মুখে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তা থামাতেও প্রধান ভূমিকা নিলেন এই জুটি। না হলে এই টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছ হার মানে সিরিজে ০–৩ পিছিয়ে পড়ত ভারত। যদিও এই টেস্ট ড্র হওয়ার ফলে ভারত এমনিতেই ৪ টেস্টের গাভাসকার–বর্ডার ট্রফি অজিদের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ নয়। বরং বুক চিতিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মোকাবিলা করে দেখাল ভারত। এখানেই এর আগের বিদেশ সফরগুলির সঙ্গে তুলনা উঠে আসছে। সেই সব সফরে অচিরেই বিপক্ষের কাছে হার মানত ভারত। এই তো সেদিন। ধোনির নেতৃত্বে দেশে ভালো খেলার অব্যাবহিত পরেই ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে হোয়াইট ওয়াশ হয় ভারতের। সেই ধারাটাই যেন পালটে গেল এবার। একথা ঠিক, এখনও পরিসংখ্যান বলছে ভারত এই সিরিজে পিছিয়ে। কিন্তু তথ্যে যে ছবিটা উঠে আসছে তা হল ভারতীয় দলের বদলে যাওয়া শারীরিক ভঙ্গিমা। বস্তুত এখন এই সিরিজ যত দূর গড়িয়েছে তাতে করে এই আত্মবিশ্বাসী বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ঘরে ফিরবে ভারত। এই উলট পুরাণের নায়ক যদি হন বিরাট কোহলি, তাহলে সহনায়ক নিঃসন্দেহে অজিঙ্কে রাহানে। অজিদের চোখে চোখ রেখে কিভাবে কথা বলতে হয় এই বার্তাটাই এবারের ইউএসপি ভারতীয় দলের কাছে। হ্যাঁ, স্বয়ং ক্যাপ্টেন কুল ধোনি পর্যন্ত এই আগ্নেয়গিরি থেকে কিছুটা লাভা ধার নিতে পারেন। তাতে করে যদি মাহির বিদেশ সফরে হারের অপবাদ খানিকটা হলেও ঘোঁচে। ধোনি দেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু বিদেশ সফরে তার আমলে ভারত যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে তাও যথেষ্ট লজ্জাজনক। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে হার না মানা মনোভাব দলের মধ্যে সঞ্চালিত করেছিলেন তা ধোনির আমলে পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে না বলা গেলেও বলা চলে বিদেশে সেই গরিমা হারিয়েছে অনেকাংশেই। সৌরভের যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে উঠেছে বিরাট কোহলি। শুধু উত্তরাধিকার নয়। নিজেকে দলের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছেন বিরাট। ধোনির আমলে হয়তো অনেকে উঠে এসেছে ক্রিকেটীয় বৃত্তে। কিন্তু এভাবে নিজেকে সামনে রেখে নেতৃত্ব দিতে বহু দিন কেউ দেখেনি ভারতকে। ভারত অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের অভিষেক টেস্টেই চিনিয়ে দিয়েছেন নিজের জাত। বলা চলে কলার তুলে ক্যাপ্টেনশিপ করা কাকে বলে সেটা এবার দেখছে টিম ইন্ডিয়া।

বিরাটের শারীরিক ভঙ্গিমায় যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় তার সমালোচনা করেছেন কোনও কোনও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এমনকি সুনীল মনোহর গাভাসকার রয়েছেন এই সমালোচকদের দলে। তিনি বলেছেন বিরাটের খেলায় বেশি মনোযোগ করা উচিত। না হলে ফোকাস নড়ে যাবে। মিস্টার গাভাসকার ক্রিকেট জগতের একজন কিংবদন্তী। তিনি নিশ্চয় এই নিয়ে কথা বলার বা পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী। তবে সময়ের সঙ্গে একটু মানানসই হলে মনে হয় তিনি ভালো করতেন। না হলে অন্য পিঠে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাক্তন অজি তারকারা বিরাটের এই ভূমিকায় বেজায় খুশি। কোহলির মধ্যে অজি–আগুন দেখতে পেয়েছেন এরা। এটা কোহলির মুকুটে বাড়তি পালক যোগ করবে। অজি বোলার মিচেল জনসনকে যেভাবে শাসন করেছে বিরাটের ব্যাট তাতে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পদশালী হয়েছে নিঃসন্দেহে। শুধু মিচেলকে ধোলাই করা নয়, মানসিকভাবেও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর নিয়েছে বিরাট। বস্তুত বিরাটের এই বিশাল ভূমিকাই এখন টিম ইন্ডিয়ার বেশি প্রয়োজন।

সেখানে ক্রিকেট কেলেঙ্কারি এবং অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত ধোনি অনেকটাই পিছিয়ে। সামনের বছর এই অস্ট্রেলিয়া এবং প্রতিবেশী দেশ নিউজিল্যান্ডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। চার বছর আগে ধোনির নেতৃত্বে যে কাপ ঘরে তুলেছে ভারত। এবার কিন্তু শোভন হবে বিরাটের মাথায় ভারতীয় নেতৃত্বের ক্যাপ তুলে দিলে। তাহলেই বোধহয় কোহলির এই চরম মানসিকতা পুরো ভারতীয় দলের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। নইলে শিখর ধাওয়ান, চেতেশ্বর পূজারাদের মতো ফর্মে না থাকা ব্যাটসম্যানকে বয়ে বেড়াতে হবে। এই সফরে কোহলির সঙ্গে সমান ভাবে সঙ্গত করেছে অজিঙ্ক রাহানে।

এই স্পিরিট সবার মধ্যে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়নি। এখানেই অধিনায়কের দায়িত্ব বেশি করে প্রকটিত হচ্ছে। প্রথম টেস্টে ভারত রান তাড়া করে হারলেও সেই মনোভাব প্রশংসিত হয়েছে বিশ্বের দরবারে। তাই মনে রাখতে হবে এখন বিদেশি দলের বিরুদ্ধে সাফল্যের একমাত্র রসায়ন হল পাল্টা মার তুলে ধরা। যে কাজটা ভালোভাবে করছেন কোহলি। সামনের বিশ্বকাপের টিম মোটামুটিভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। ধোনির রোষেই হোক আর নির্বাচকদের খেয়াল এই দলে জায়গা পাননি গত বিশ্বকাপের ম্যান অফ দ্য সিরিজ যুবরাজ সিং। আগামী ভারতীয় দলের কোহলির নেতৃত্ব সম্পন্ন হলে তাতে সম্পদ হতে পারে যুবরাজের মতো প্রতিভারা। হোক না যুবরাজ কোহলির থেকে অনেকটাই সিনিয়র। বিরাট এমনই একজন তারকা যে নিজের ইগো পুষে রেখে মাঠে যায় না। বরং দলের সিনিয়র এবং জুনিয়ররা বিরাটের নেতৃত্বে অনেকটাই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

আগামী বিশ্বকাপের আগে বিরাটের হাতে দলীয় অধিনায়কের ব্যাটন যাবে কি না তা লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে এখন থেকে সুনিশ্চিত সাফল্যর দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। যা বাস্তবায়িত করার মূল রূপকার হবেন দলের সম্ভাব্য অধিনায়ক। ইতিমধ্যেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, বিরাটের অধিনায়কত্বে তিনি নিজের ছায়া তো বটেই ভারতের চরম সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন।

পাশাপাশি কোহলির মধ্যে কপিলদেবের হার না মানা মনোভাবও দারুণভাবে সঞ্চালিত। ফলে বিরাটকে সৌরভ এবং কপিলের অংশীদার হিসেবেও দেখা হতে শুরু হয়েছে। একথা টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যেকেই বোঝেন যে, একটা বিশ্বকাপ বা মিনি বিশ্বকাপ ঘরে তোলার থেকেও বিদেশের মাটিতে সিরিজ জয় কত বড় প্রাপ্তি। এই জায়গাটা অর্জন করতে এখন থেকেই নয়া অধিনায়কের হাত মজবুত করতে হবে। সময় দিতে হবে থিতু হতে।

দলবদলের রোমাঞ্চ আজও পুলকিত করে বাঙালিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরনো বছর ঝেড়ে ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল আরেকটি নয়া বছর। আশা এবং নিরাশার দোলাচলে যথারীতি দোদুল্যমান ফুটবলপ্রেমি বাঙালির মন প্রবাহিত হচ্ছে। আশার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এবার একটা নয়, একেবারে এক জোড়া ট্রফি ঘরে তুলেছে বাংলা। যার মধ্যে একটা হল ক্রিকেটের আইপিএল (যা আবারও ঘরে এল)। এবং দ্বিতীয়টি ফুটবলের আইএসএল। এই সব কিছুই বাঙালিকে আশাবাদী করে তুলছে। আশা জাগাচ্ছে এক নতুন ভবিষ্যতের। এই নয়া জমানায় পদার্পণের আগে আমাদের মননকে আহ্লাদিত করে তোলে ষাট–সত্তর কিংবা আশির দশকের ফুটবল গরিমা। তখন অবশ্য ফুটবল নিয়ে রোমাঞ্চিত হওয়ার পিছনে দলবদলের ইতিহাস বেশি করে কাজ করত। তখন দেশের তথা রাজ্যের সেরা দুই ক্লাব মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে এই দলবদলের লড়াই বেশি চোখে পড়ত। এখন যেমন এক মালিকের অধীনস্থ এই দুটি ক্লাব। ফলে দুই দলের মধ্যে দল গঠন নিয়ে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আলোকিত হয়না। যার ফলে বাংলার ফুটবল কিন্তু মোটেই সম্পদশালী হয়নি। বরং দলবদলের যে লড়াই সেইসময় ছিল তা বাংলা তথা ভারতের ফুটবলকে জাগিয়ে তুলত। সেসময় মহমেডান স্পোর্টিং তৃতীয় প্রধান দল হিসেবে খারাপ দল গড়ত না। তবে আশির দশকের শুরুতে সাদা–কালো শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন দুই ক্লাবের বহু তারকা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেরি প্যাকারের ব্যবস্থাপনায় যে সিরিজে এক ঝাঁক বিদ্রোহী ক্রিকেটার বর্ণবৈষম্যের জন্য তৎকালীন ব্রাত্য থাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিল সেই সময়কালেই মহমেডানে নাম লেখায় মোহন–ইস্টের বিদ্রোহীরা। এও একধরণের কাকতালীয় ঘটনা বটে। দলবদলের সেই ছবিটার দিকে তাকালে লাল–হলুদের প্রতিভু জ্যোতিষ গুহ এবং সবুজ–মেরুনের ধীরেন দের দিকেই প্রথমে নজরে আসে। তখন দলবদলের আসর জমিয়ে তুলতে ইস্টবেঙ্গলের যে জুড়ির কথা না বললে নয় তাঁরা হলেন পল্টু দাস এবং জীবন সাহা। মোহনবাগানে এই রোলটা প্লে করতে দেখা যেত গজু বসু, বীরু চট্টোপাধ্যায়দের।

তখন অবশ্য এই দুই বড় ক্লাবে তথাকথিত ধান্দাবাজদের আগমন ঘটেনি। সেই সময়ের কর্তারা ক্লাবকে ভালোবেসেই দল গড়তেন। পরে তারা সাফল্যও পেয়েছেন এই পথ ধরে। অনেক ক্ষেত্রে দল গড়া নিয়ে প্লেয়ারদের সঙ্গে আলোচনাও করে নিতেন সেই যুগের প্রবাদপ্রতীম কর্তারা। এমনকি এও শোনা গিয়েছে দল ছাড়ার কথা ভাবলে অনেক ফুটবলার সেইসময় আত্মগ্লানিতে ভুগতেন। কত বড় টাকার অফার পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে সেই সময়ের তারকাদের। তাও তাঁরা দলকে ভালোবেসে আত্মত্যাগ করতেন। কর্তারাও ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। ফলে তারা যে কোনো প্রয়োজনে ফুটবলারদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। দলবদলের সেই শিহরণ জাগানো কিছু মুহূর্ত যদি ফিরে দেখা যায় তাহলে কৃশাণু দে–বিকাশ পাঁজি এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ত্রয়ীর কথা বিশেষ ভাবে মনে আসবে। মোহনবাগানের ডেরা থেকে যেভাবে এদের ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা রীতিমতো ইতিহাস। একইভাবে লাল–হলুদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও কম নয়। ফলে দলবদলের সেইসব স্টোরি তখনকার সাংবাদিকদের স্কুপ হিসেবে গণ্য হত। বেশ মনে আছে কোন দল আগামী বছরের জন্য কী দল গড়তে চলেছে তার বিবরণ পড়তে রীতিমতো হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন সমর্থকরা। লাল–হলুদ, সুবজ–মেরুনের পাশাপাশি দল গঠন করতে সাদা কালো শিবিরও কম যেত না। এই দল গড়ে তোলার খেলায় এরা ছাপিয়ে যেতেন একে অপরকে।

ফেড কাপ

আইএসএল পর্ব মেটার পর ফের ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে মেতেছে দেশের ফুটবল মক্কা কলকাতা। ইতিমধ্যেই মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে গোয়ার রমরমা থামিয়ে ফেড কাপ এবার কলকাতায় আসবে।

মনের খেয়াল

খুঁজে দেখো...

এই ছবিতে কতজন মানুষ, জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ আছে তা খুঁজে বের করে আমাদের দ্রুত জানাও। প্রথম উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

জেনে রেখো

শহিদ তারকেশ্বর দস্তিদার, মৃত্যু : জানুয়ারি, ১৯৩৪

বীর শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম সৈনিক এবং মাস্টারদার সঙ্গীরূপে বহু খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ী বীর তারকেশ্বর মাস্টারদার সঙ্গে ধৃত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু, মৃত্যু : জানুয়ারি ১৯৪৫

বিপ্লবী দেশসেবক। পাঞ্জাবে বিপ্লব কর্ম ও লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়, মৃত্যু : ৬ জানুয়ারি, ১৯৫২

বিপ্লবী জননেতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী শ্রীসঙ্ঘের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩০–এ তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবে ফর্রোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতারূপে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়।

সত্যরঞ্জন বক্সী, মৃত্যু : ৮ জানুয়ারি, ১৯৮০

১৯১১ সালে মাতুল বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের লেখাপড়া তথা বিপ্লবের প্রথম পাঠ। সাহিত্য প্রতিভার সূত্র ধরে দেশবন্ধুর সাহচর্য লাভ এবং সাহিত্য উৎকর্ষের পুরস্কারস্বরূপ দেশবন্ধু কর্তৃক ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে সিম্পসন হত্যার পর পুলিশের কাছে সত্যরঞ্জনের আসল রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ১৯৩২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়।

বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, জন্ম : জানুয়ারি, ১৮৭৫

যুগান্তর দল ও বাংলার বিপ্লবীদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন। বঙ্গ–ভঙ্গ রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মীরূপে তিনি কারারুদ্ধ হন।

দেশনায়ক মতিলাল রায়, জন্ম : ৬ জানুয়ারি, ১৮৮২

জন্মবিপ্লবী ও প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন। এক সময় নবদ্বীপে যাত্রাদল গঠন করে তিনি বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। 'সীতা হরণ', 'নিমাই সন্ন্যাস' ইত্যাদি গীতিনাট্য রচনা করেন।

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মৃত্যু : ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৪

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ইন্ডিয়া স্বাধীনতা লিগের বিখ্যাত বার্লিন কমিটির সদস্য ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা নিতে আমেরিকায় যান ও প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই সময় তিনি ছদ্মনামে জার্মানি যানএবং বরকতউল্লা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে কাজ করেন।

শৈলবালা ঘোষ, মৃত্যু : ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের বাড়িতে তুলাগাছ রোপণ করে তার তুলায় সুতা প্রস্তুত করেন। অন্য অনেককেও তিনি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন।

আঁকা শেখো

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

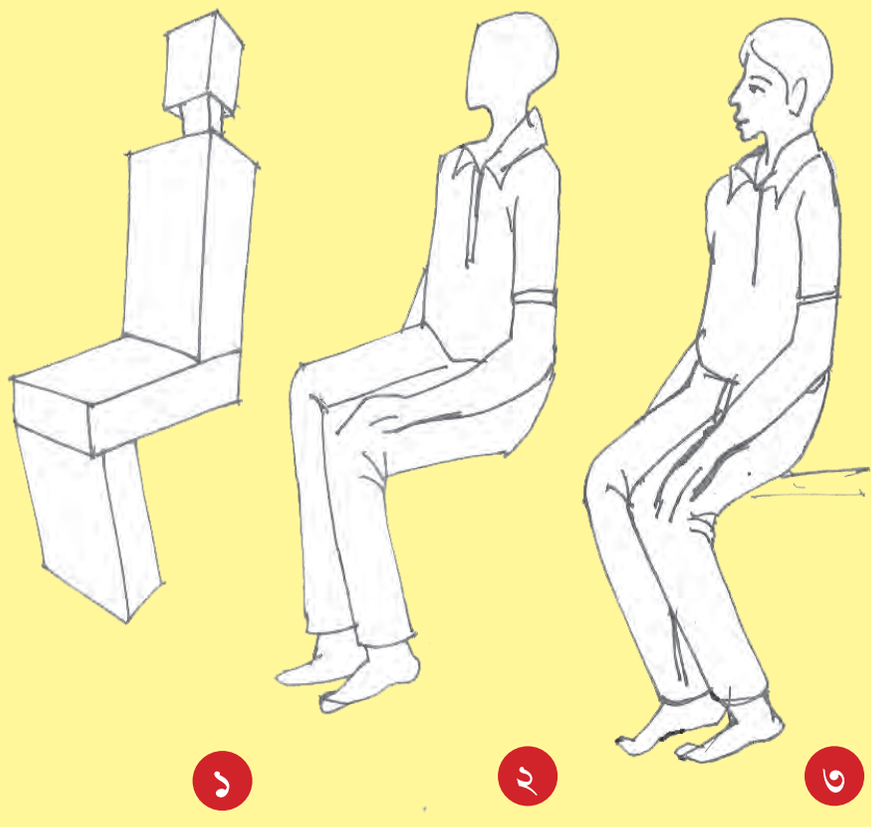

ছোট্ট বন্ধুরা

তোমাদেরও যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।